প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯২

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০শে জানুয়ারি ১৯৯২

প্রেসিডেন্সি কলেজ
৮৬/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[*Annual report of the achievements and activities of different department of the Presidency College, Calcutta for the year 1991*]

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

২০শে জানুয়ারি, ১৯৯২

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলক : অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

মুদ্রক : সুপ্রিয় ট্রেডার্স, ঘোষপাড়া, বালী, হাওড়া।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

১৯৯১

বিষয়সূচী

	পৃষ্ঠা
প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস...	১
উল্লেখযোগ্য সংবাদ	
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা ..	২
অছি-তহবিলের খবর...	২
সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি...	৩
পরীক্ষার ফল...	৩
কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা...	৩
শোক-সংবাদ...	৩
আসা-যাওয়ার সংবাদ...	৩
বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ	
অর্থনীতি ..	৪
ইংরেজি...	৪
ইতিহাস...	৫
উদ্ভিদবিদ্যা...	৬
গণিত ..	৭
দর্শন ..	৭
পদার্থবিদ্যা...	৮
প্রাণিবিদ্যা...	৮
বাংলা ..	৯
ভূগোল...	১০
ভূতত্ত্ব ..	১১
রসায়ন...	১২
রাশিবিজ্ঞান...	১৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান...	১৪
শারীরবিদ্যা...	১৫
সমাজতত্ত্ব...	১৬
হিন্দী...	১৭
গ্রন্থাগার...	১৭
ক্রীড়া...	১৯
ইডেন হিন্দু হোস্টেল...	২০
কলেজ অফিস...	২০
প্রেসিডেন্সি কলেজ-কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা...	২০

				পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট ১ :	পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা...	...	...	২১
পরিশিষ্ট ২ :	এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের ফল...	...	...	২৫
পরিশিষ্ট ৩ :	বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা...		...	২৭
পরিশিষ্ট ৪ :	বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ...	...	...	৩০
পরিশিষ্ট ৫ :	বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক...	...	...	৩৫
পরিশিষ্ট ৬ :	বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা ..		...	৩৭
পরিশিষ্ট ৭ :	প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা...		...	৪৯

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

ঠিক ১৭৫ বছর আগে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শুধু বাংলা তথা ভারতের শিক্ষার নয়, সংস্কৃতি ও সৃষ্টি-সাধনার ইতিহাসেও এ এক সুদূর তাৎপর্যবহ তথা বীজগর্ভ ঘটনা। এরই তীব্র অভিঘাতে বঙ্গভূমিতে দেখা দিয়েছিল এক নবীন স্ফুরণ, ঘটেছিল বাঙালীর চেতনার জাগরণ, আমাদের তৎকালীন পরাধীন দশায় যা অনিবার্যভাবেই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হলেও যার অস্তিত্ব তথা তাৎপর্যকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বিন্যস্ত হয় সরকারি শিক্ষা বিভাগ। সেই সময়ই সৃষ্টি করা হয় ডিরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইন্‌স্ট্রাকসন-এর পদটি। ঐ ডিরেক্টরেটের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্থির হয়, সরকার হিন্দু কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করবেন এবং সেখানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।

হিন্দু কলেজের দুটি সেক্‌শন ছিল — একটি সিনিয়র, অপরটি জুনিয়র। হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে যে প্রেসিডেন্সি কলেজ রাখা হল তার অন্তর্ভুক্ত হল সিনিয়র সেক্‌শন। সিনিয়র সেকশনের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ ঐ প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিলেন। জুনিয়র সেক্‌শনটি হল স্কুল, যা এখনও হিন্দু স্কুল নামে প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বদিকে নিজের গৌরবময় অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে চলেছে।

'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'-এ রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন: "আমি হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে একই কলেজ মনে করি যেহেতু প্রেসিডেন্সী কলেজ পূর্ব্বকার হিন্দু কলেজের অনুক্রম মাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র, হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক, হিন্দু কলেজের শিক্ষক লইয়াই প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। অতএব ঐ কলেজদ্বয়কে একই কলেজ রূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।" স্বভাবতই তাই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসরূপে গণ্য। প্রতি বছর ২০শে জানুয়ারি দিনটিতে আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেই বরেণ্য পুরুষদের আমরা স্মরণ করি — যাঁদের পরাদৃষ্টি, নিষ্ঠা ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় এই বিশাল শিক্ষায়তনের জন্ম সম্ভব ও অস্তিত্ব তাৎপর্যময় হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকেই এই মহাবিদ্যালয়কে অনুপ্রাণিত করেছিল উৎকর্ষের এক আদর্শ, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্মি আহরণ ক'রে অগ্রসরণের উদ্দীপনা এবং এক সর্বাত্মক কল্যাণবুদ্ধি। এই দীর্ঘ ১৭৫ বছর ধরে সূচনার সেই আদর্শ, উদ্দীপনা ও কল্যাণবুদ্ধি এই মহাবিদ্যালয়কে এক স্থির নাক্ষত্রিক দ্যুতিময়তায় চালিত করে চলেছে অনেকাংশেই। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে আমাদের এই বিশাল শিক্ষায়তন তার অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রদের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনকে নতুন নতুন ভাব ও ভাবনার নিষেকে সঞ্জীবিত করেছে।

পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকদের আরোপিত শিক্ষাপদ্ধতি স্বাধীন দেশের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের ঐকান্তিক অভীপ্সার রূপায়ণে কতখানি ফলপ্রসূ হবে, সে সম্পর্কে সঙ্গত সংশয় উত্থাপন করা যেতেই পারে। এমনটি মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষাকে সমঞ্জস করতে হলে ঐ পুরাতন পদ্ধতির আমূল পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় সরকারের পক্ষ থেকে একটি সর্বাত্মক শিক্ষা-পরিকল্পনা ছাড়া ঐ পুনর্বিন্যাস সম্ভব নয়। তাই আমাদের মহাবিদ্যালয়কে এক অনিবার্য সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েই এগোতে হয়েছে। এ কথা মনে রেখেই ১৯৯১ শিক্ষাবর্ষেও আমাদের এই প্রেসিডেন্সি কলেজ যে উৎকর্ষের একটি মান রক্ষা করে অগ্রসর হতে পেরেছে, তা তার বিভিন্ন বিভাগের বিস্তারিত কার্যবিবরণী এবং পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ছাত্রছাত্রীরা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ, তন্নিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায় একান্ত কাঙ্খিত আবহটি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। একাগ্র গবেষণায় মগ্ন থেকে এই মহা শিক্ষায়তনের শিক্ষকমণ্ডলী ও গবেষকবৃন্দ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন দিগন্ত উদ্‌ভাসনে বিশেষ সচেষ্ট থেকেছেন। মনস্বী আলোচকদের বক্তৃতামালা আয়োজিত হয়েছে বিভিন্ন বিভাগের পাঠচক্রে। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে।

পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু অতৃপ্তি ও উৎকণ্ঠার কারণ অবশ্য রয়ে যায়। পূর্বোক্ত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'-এ রাজনারায়ন বসু লিখেছিলেন: "ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই।" ইংরেজী শিক্ষার প্রকৃত ফল ফলার নানা লক্ষণ বিবৃত করতে গিয়ে, তিনি এই একটি লক্ষণ জানিয়েছিলেন যে, যখন আমরা 'ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধরূপে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদুর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব…'। ভাবতে খুবই দুঃখ লাগে, স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমশই এক অন্ধ অনুচিকীর্ষা তথা আত্মিক পরবশ্যতা আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে আমাদের নবীন প্রজন্মের মানস-পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এরই পরিণামে দেখা দিয়েছে বাহ্য চাকচিক্যের প্রতি দুর্বার মোহ, লঘুতা ও স্থূলতার দিকে মানসিক অভিমুখিতা। আর তাই আমাদের এই মহা শিক্ষায়তনের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে গুণ ও রুচির এক ক্রমিক অধোগতি বিষণ্নতার সঙ্গে লক্ষ্য করতেই হয়।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, বিদ্যুৎ-এর জন্য সাব-স্টেশন ও গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ ৬৫,৫১,৬০৬ টাকা প্রকল্প রচনা করে পূর্ত (গৃহ ও বিদ্যুৎ) বিভাগের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে এ পর্যন্ত ১০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

অছি তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজের পঠনপাঠন এবং ছাত্রছাত্রীদের মেধা এবং আর্থিক সঙ্গতির বিচারে সহায়তা দানের ব্যাপারে এই কলেজের অছি তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক বদান্য ব্যক্তির আর্থিক আনুকূল্যে তাঁদের প্রিয়জনের স্মৃতিতে এই সব অছি তহবিল গড়ে উঠেছে। এই সব তহবিলের আয় থেকে এবছরও অনেক ছাত্রছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পরীক্ষায় কৃতিত্বের ভিত্তিতে অনেকগুলি পুরস্কার, পদক এবং ছাত্রবৃত্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

টি. এস স্টার্লিং অছি তহবিল এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদান থেকে গড়ে ওঠা ছাত্র-সহায়ক তহবিল থেকে আলোচ্য বছরে যথাক্রমে ৭২০ টাকা করে ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীকে এবং ২৫০ টাকা করে ১১ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি এবং এককালীন সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বছরে এই কলেজেই স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন এমন ১৯ জন কলেজের স্নাতক ছাত্রছাত্রীকে মাসিক ৫০ টাকা হিসেবে মোট ১৫,২০০ টাকার বৃত্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কলেজের ৩ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে মোট ৬০০ টাকা মূল্যের বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি গঠিত একটি নতুন তহবিলের আয় থেকে এ বছর মোট ১৬ জন ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককে ৮৭৫ টাকার হোস্টেল স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে। কলেজের ১৭টি বিভাগকে ৫০০ টাকা হিসেবে মোট ১৭,৫০০ টাকার সেমিনার গ্রাণ্ট্‌ও দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই তহবিলের আয় থেকে।

এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের ভিত্তিতে আলোচ্য বছরে মোট ৬,২৭৫ টাকার পুরস্কার, পদক এবং বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

অছি তহবিল এবং অন্যান্য ছাত্রসহায়ক তহবিল-সংক্রান্ত বিস্তারিত সংবাদ কলেজের 'বারসার'-এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

সরকারী পুরস্কার ও বৃত্তি

গত আর্থিক বছরে জাতীয় বৃত্তির অধিকারী হয়েছে ১৬ জন। জাতীয় ঋণমূলক বৃত্তি পেয়েছে ৫৬ জন। জাতীয় মেধা বৃত্তি পেয়েছে ৮ জন। অন্যান্য রাজ্য সরকারের বৃত্তি পেয়েছে ৬ জন। তপশীল জাতি ও উপজাতি বৃত্তি পেয়েছে ২৫ জন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃত্তি পেয়েছে ২ জন। মোট বৃত্তিভোগী ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ১১০ জন।

পরীক্ষার ফল

এ বছর ৮৮ জন ছাত্রছাত্রী বি. এ. পরীক্ষায় ও ১৬৬ জন ছাত্রছাত্রী বি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছিল। বি. এ. পরীক্ষায় ৮৮ জন ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় ১৬২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। শতকরা পাশের হার যথাক্রমে ১০০% ও ৯৬·৫৯%। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বি. এ. ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় যথাক্রমে ৭ ও ৭৫। পরিশিষ্টে বিভিন্ন বিভাগের ফলাফলের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে।

কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

কলেজে এখন মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ১,৭৯০। তার মধ্যে ছাত্র ৮৩৭, ছাত্রী ৯৫৩।

শোক সংবাদ

প্রায় প্রতি বছরই এই মহাবিদ্যালয়ের কোনও কোনও প্রাক্তন শিক্ষক ও কৃতী ছাত্রের মৃত্যুর সংবাদ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীসরোজ কুমার মজুমদার গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে পরলোকগমন করেছেন। জীবনাবসান হয়েছে গণিত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ প্রীতীন্দু চৌধুরী; বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ মদন মোহন কুমার ও ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শৈলেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের। আমাদের মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত অবস্থায়ও একটি নিদারুণ শোকাবহ মৃত্যু ঘটেছে। শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী অনিমা দত্ত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১লা এপ্রিল তারিখে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

আসা-যাওয়ার সংবাদ

সরকারী কলেজের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকদের কেউ বদলি হয়ে গেছেন, বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কেউ বা অবসর নিয়েছেন, কেউ বা নতুন যোগ দিয়েছেন। এ বছরে যাঁরা এসেছেন বা চলে গেছেন বা অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল কুমার রায়চৌধুরী অবসর গ্রহণ করায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়।

অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপক সেণ্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ্ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। ডঃ অনুপ সিন্‌হা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেণ্টে, ডঃ সৌমেন সিক্‌দার বর্ধমান এবং ডঃ ভাস্বর মৈত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। অধ্যাপক মিহির রক্ষিত এক বছরের জন্য ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ পাব্‌লিক ফিনান্স অ্যাণ্ড পলিসি-তে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। অন্য সরকারী কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগে বদলি হয়ে এসেছেন ডঃ শিবশঙ্কর মুখার্জী ও শ্রী শ্রীমন্ত ভৌমিক।

ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী ডিসেম্বরের গোড়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে প্রোফেসর পদে যোগ দিয়েছেন। উচ্চতর শিক্ষা তথা গবেষণার জন্য প্রাপ্ত অবকাশ বিদেশে অতিবাহিত ক'রে এই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ ভাস্বতী চক্রবর্তী ফিরে এসে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ক্ষৌণীশ চন্দ্র বিশ্বাস চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

দর্শন বিভাগে বিধাননগর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন অধ্যাপক অমলেশ চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে অধ্যাপক নবকুমার নন্দী এই বিভাগে যোগদান করেছেন।

বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ কর্মজীবনের পর অবসর গ্রহণ করেছেন।

ভূগোল বিভাগে অধ্যাপক অনাদিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৯-তে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করায় যে পদ শূন্য হয়েছিল তাতে রাইটার্স বিল্ডিংস্থিত পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষা অধিকার থেকে এসে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ সেন যোগ দিয়েছেন। হল্‌দিয়া কলেজে বদলি হয়ে গেছেন আশিস্ সরকার, তাঁর বদলে চন্দননগর কলেজ থেকে এসেছেন ডঃ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

রসায়ণ বিভাগ থেকে অধ্যাপক বলাইচাঁদ কুণ্ডু বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ে বদলি হয়ে গেছেন। জলপাইগুড়ি ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এ বিভাগে এসেছেন অধ্যাপক প্রবাল কুমার সেনগুপ্ত।

শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অঞ্জন কুমার বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্ম সমাপন করে বিভাগে পুনরায় যোগদান করেছেন।

বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

অর্থনীতি বিভাগ শিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চমান বজায় রেখে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক; শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। এই বিভাগে আলোচনাচক্র ও অধিবেশনের আয়োজন নিয়মিত করা হয় এবং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে অধ্যাপকরা যোগদান করেন।

একটি বিশেষ দুঃখজনক ব্যাপার, সেণ্টার ফর্ ইকনমিক স্টাডিজ ছেড়ে কয়েকজন অধ্যাপক অন্যত্র চলে গেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ আগের অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

এই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক নবেন্দু সেন ১৯৮৮ তে অকালে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। সম্প্রতি ওরিয়েন্ট লংম্যান তাঁর রেখে যাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন, 'ইণ্ডিয়া ইন্ দি ইণ্টারন্যাশনাল ইকনমি : ১৮৫৮-১৯১৩' এই শিরোনামে। অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জী-সম্পাদিত 'এসেজ ইন্ ইকনমিক অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড পলিসি — এ ট্রিবিউট টু প্রফেসর ভবতোষ দত্ত' গ্রন্থটি অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজী বিভাগ

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকালিদাস বসু চাকরির অবসরসীমায় পৌঁছোনোয় অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় নতুন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য অধ্যাপক বসু এখনও পুনর্নিয়োগের ভিত্তিতে অধ্যাপনা করছেন। শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্তও সেপ্টেম্বর মাসের শেষে চাকরির অবসরসীমায় পৌঁছে পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন।

এ বছর বি. এ. পার্ট টু পরীক্ষায় বিভাগের একজন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মার্চ মাসে ওয়ারিক (Warwick) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার ম্যাক 'কিং লিয়র' নাটকের উপর একটি বক্তৃতা দেন। সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ ঔপন্যাসিক শ্রীঅমিত চৌধুরী তাঁর রচনা ও সাম্প্রতিক ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া বিভাগের ছেলেমেয়েরা নিজেরাও রোমান্টিক কাব্যচিন্তা সম্বন্ধে একটি সেমিনারের আয়োজন করে কয়েকটি নিবন্ধ পাঠ করে।

অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী আগস্ট মাসে টোকিওতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড সেক্সপিয়ার কংগ্রেসে যোগ দেন এবং 'সেক্সপিয়ার অ্যাণ্ড দি এথ্‌নিক কোয়েশ্চেন' শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। নভেম্বর মাসে 'রবীন্দ্র-অনুবাদের সমস্যা' সম্বন্ধে সাহিত্য একাদেমি আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রেও তিনি ভাষণ দেন ও পাঠ করেন। এ ছাড়া তিনি SCERT-আয়োজিত, স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা-সংক্রান্ত দুটি কর্মশালায় রিসোর্স পার্শন হিসেবে যুক্ত ছিলেন। কর্মশালাদুটি যথাক্রমে কলকাতা ও বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ডঃ তপতী গুপ্ত-ও প্রথম কর্মশালাটিতে যোগ দেন।

শ্রীঅতীশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সরোজিনী নাইডু কলেজে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে "রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা" সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলিশ স্টাডি সেন্টার আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে 'মেরি করেলি অ্যাণ্ড হিউম্যান ইলেকট্রিসিটি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ইতিহাস বিভাগ

১৯৯১-এর বি এ পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নি। পার্ট টু পরীক্ষায় কেউই প্রথম শ্রেণী পায় নি। পার্ট ওয়ান-এ একজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেলেও সামগ্রিক ফলাফল নৈরাশ্যজনক হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল খুবই অপ্রত্যাশিত হওয়ায় সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রেও বিশেষ প্রতিবেদন এবং চিঠিপত্রও ছাপা হয়েছে। তবে ১৯৯০-এর পার্ট ওয়ান পরীক্ষার রিভিউ-এর ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৯৯১-এর পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু পরীক্ষার রিভিউ-এর ফল যে কবে প্রকাশিত হবে তা শুধু গবেষণারই বিষয় হতে পারে। এই রিভিউ-এর ফল অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে — এ ধরনের একটা জোরালো দাবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা খুবই জরুরী।

একটি বিশেষ আনন্দ সংবাদ : এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী উর্মিলা দে এ বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১৯৯০-এর ডিসেম্বরে ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও প্রখ্যাত অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারায়ার জন্মশতবর্ষ সম্পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে এ বছরেও তাঁর স্মরণে ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খুবই সুখের বিষয় যে এ বছর কুরুভিলা জ্যাকারায়া-স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁর ভাগ্নী শ্রীমতী মীরা এব্রাহাম। এ বছরের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি 'মধ্যযুগে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রণবীর চক্রবর্তী। এর পরে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও মনোজ্ঞ একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও প্রখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকারের স্মৃতিতেও এ বছরে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোনিয়া নিশাত আমিন ৬ই ডিসেম্বর, 'বাংলার মুসলমান নারীদের সৃষ্টিশীল রচনা, ১৮৭৬-১৯৩৯' এই

বিষয়ে বক্তৃতাটি দেন। শ্রীমতী আমিনের বক্তৃতার বিষয়গত অভিনবত্ব ও উপস্থাপনার আকর্ষকতা বিশেষ প্রশংসিত হয়। এই বক্তৃতাটির পরে যে আলোচনা হয় তাও বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল।

এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র স্বর্গত প্রতাপ চন্দ্র সেনের স্মৃতি-চিহ্নিত যে বক্তৃতামালা প্রবর্তিত হয় তাঁর পরিবারের অর্থদানে, এ বছর তাতে বক্তা ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অনুরাধা রায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ গণসংগীত আন্দোলন। এই বক্তৃতামালায় প্রথম যে বক্তৃতা অধ্যাপক সুমিত সরকার 'মার্কসীয়ান অ্যাপ্রোচ টু দি হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজম' বিষয়ে দিয়েছিলেন, তা প্রেসিডেন্সি কলেজ হিস্টোরিকাল প্যাম্ফলেট সিরিজ'-এর প্রথম প্রকাশন হিসেবে কে. পি. বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগের তরফ থেকে এ ধরনের বক্তৃতা প্রকাশ করার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা ছাড়াও এ বছরে বিভাগে বেশ কয়েকটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হরি বাসুদেবনের বক্তৃতা। ১৯৯১-এর আগষ্ট মাসে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ঘটনা সম্পর্কে 'দুনিয়া-কাঁপানো তিন দিন' শীর্ষক একটি উপভোগ্য আলোচনা করেন। ছাত্রদের পরিচালিত একটি আলোচনাচক্রে তৃতীয় বর্ষের শ্রীমান্ দীপকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী 'মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারায়ার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং অন্য কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয়ে রচনা সংকলন করে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা বিভাগের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। সুখের কথা 'দি গ্রীক ইণ্টারল্যুড' নামে সেই পরিকল্পিত গ্রন্থটি কে. পি. বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ রজতকান্ত রায় সিমলার 'ইন্‌স্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ'-এ 'আলিনগর অর ক্যালকাটা'-শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি আমেরিকার বস্টন-এর টাফ্‌টস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে 'এশিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড কলোনিয়ালিজ্‌ম' বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। অধ্যাপক অজয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সল্ট লেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ১৯৯১-এর জুনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানালিজ্‌ম : পপুলার মুভমেণ্ট অ্যাণ্ড মিড্‌ল ক্লাস লিডারশিপ'—বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী বিদ্যালয়ের ইতিহাস-শিক্ষকদের জন্য একটি ম্যানুয়াল তৈরি করার উদ্দেশ্যে NCERT-কর্তৃক আয়োজিত একটি কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন।

বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান অরিজিৎ সেনগুপ্তের স্মৃতিতে তাঁর বাবা অধ্যাপক শান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিভাগীয় সেমিনার-গ্রন্থাগারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দান বিভাগ ব্যথিত চিত্তে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অর্থে সেমিনার-গ্রন্থাগারে বই কেনা হলে ছাত্রছাত্রীরা যেমন বিশেষ উপকৃত হবে, তেমনি অরিজিতের স্মৃতি বিভাগের মধ্যে চির জাগরূক থাকবে।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা ক'রে এবারেও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে ভাল ফল করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য ভাল ফল করেছে। ১৯৯১ সালে এ বিভাগ থেকে মোট ১৬ জন ছাত্রছাত্রী পার্ট টু অনার্স পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং বাকি ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯০ সালের এম. এস. সি পরীক্ষায় ১৬ জনের মধ্যে ৬ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং বাকি ১০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অশোক কুমার করের অধীনে ৮ জন ছাত্র ছত্রাক বিষয়ে গবেষণা করছে। এই বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এস. কে. মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা ক'রে শ্রীদিলীপ চাটার্জী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছে।

পাঠ্যতালিকার চাহিদানুযায়ী এ বছরে এ বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একাধিক শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। শ্রীঅশোক কুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে এ বিভাগের এম. এস. সি-র ছাত্রছাত্রীরা এ বছরের মে মাসে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, গ্যাংটক ইত্যাদি স্থানে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রছাত্রীরা ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ মলয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভৌমিক এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল-এর তত্ত্বাবধানে দিল্লী হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিমলা, মান্তী, মানালী, রোটাং পাস ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছিলেন।

একটু দুঃখের সঙ্গেই একটা ব্যাপার সম্বন্ধে শেষে একটু উল্লেখ করতে হচ্চে। এ বছরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাণিবিদ্যায় যে এম. এস. সি পাঠক্রমের পঠনপাঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়েছে তার জন্য উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের কিছু অংশ প্রাণিবিদ্যা বিভাগকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এইভাবে দুটি বিভাগকে জায়গা ছেড়ে দিল উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ। এ ছাড়া তিনটি পর্যায়ক্রমে এই বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ-উদ্যানটি নূতন বাড়ি তৈরির কাজে সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এইভাবে কারও ক্ষতি ক'রে অন্য কারও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কি সত্যিই বাঞ্ছিত ?

গণিত বিভাগ

এ বছরে বি.এস.সি পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় ৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং ৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রায় দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই বিভাগে একটি প্রোফেসর পদ শূন্য রয়েছে। ফলে বিভাগের পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে।

বিভাগীয় প্রধান ডঃ মণীন্দ্র মিত্রের অধীনে গবেষণা করে শিবপুর বি. ই. কলেজের কম্প্যুটার সায়ান্স বিভাগের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র মাইতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি উপাধি পেয়েছেন।

এই বিভাগে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ. কে. চক্রবর্তী 'অন্ সাম্ আস্পেক্ট্স অব অ্যাপ্লিকেশন্ অব ম্যাথেমেটিক্স' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

দর্শন বিভাগ

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও দর্শন বিভাগের পরীক্ষার ফল ভালো। পার্ট টু পরীক্ষায় সকলেই অনার্স পেয়েছে। তার মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট ওয়ানেও সকলেই অনার্স পেয়েছে। তার মধ্যে ৭ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ বছরও বিভাগের উদ্যোগে কয়েকটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-অধ্যাপক ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য বিবিধ দার্শনিক বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক ডঃ অশীন দাশগুপ্ত ইতিহাসদর্শনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ নানা সভায় আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠে যোগ দেন। অধ্যাপক মানিক বল হরিয়ানায় অল্ ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব য়ুনিভার্সিটি এ্যাণ্ড কলেজ টিচার্স সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা-চক্রে 'এডুকেশনাল ট্রাইব্যুনাল' নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক

স্টাফ্ কলেজে আয়োজিত আলোচনাচক্রে 'কারিকুলাম্ ইন্ হায়ার এডুকেশন — দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন্ দ্য সো কল্ড্ ইউটিলিটি এ্যাণ্ড নন্-ইউটিলিটি সাবজেক্টস্' সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা ও রামকৃষ্ণ মিশন-কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন।

অধ্যাপক ডঃ দিলীপ কুমার রায় ১৯৯১-এর ২৯শে জুন কলকাতা সেক্সপিয়র সরণির শ্রীঅরবিন্দ ভবনে 'টেইলহার্ড অ্যাণ্ড শ্রীঅরবিন্দ' সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে এ বছরেও এই বিভাগের পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। বি. এস. সি. পরীক্ষায় ১৩ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে ১২ জন। এম. এস. সি. পরীক্ষার ফলও বিশেষ ভাল হয়েছে — ১৮ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সুদীর্ঘ ৭৪ বৎসর পরে এই কলেজে স্বাধীন ভাবে স্নাতকোত্তর পঠন-ব্যবস্থার সূচনা হ'ল ১৯৯১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর — উচ্চশিক্ষা-মন্ত্রী মাননীয় সত্যসাধন চক্রবর্তী এই দিন পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্য, মাননীয় শিক্ষাসচিব, মাননীয় শিক্ষাঅধিকর্তা এবং বিভাগের অনেক প্রাক্তন অধ্যাপক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৫০ জন ছাত্র এবং ৪টি বিশেষ পত্রের গবেষণাগার নিয়ে এই পাঠক্রমের সূচনা হ'ল। এর জন্য রাজ্য সরকার এবং ইউ জি সি-র কাছ থেকে বিশেষ অনুদান পাওয়া গেছে। এই বিভাগের বহু প্রাক্তন শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য সরকারী কলেজের অধ্যাপক এম এস সি ক্লাশে পারিশ্রমিক ছাড়া পড়াতে রাজি হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক খান্না এই বিভাগ পরিদর্শন করে গেছেন। ১৭ই জুলাই মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এই বিভাগে কম্পিউটারে বাংলা প্রোগ্রাম, বাংলায় ছাপার ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারের বহুবিধ ব্যবহার পরিদর্শন করেন। এই বছরই প্রথম ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গাণিতিক সংকেত সহ বাংলায় ছাপা হয়েছে। গত বছরের মত এবারও বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে DOS, DBASE, BASIC, WORDSTAR, CHIWRITER প্রভৃতি software শেখানো হয়েছে। এই কলেজের অন্য কিছু বিভাগও word-processor ব্যবহার করেছেন প্রশ্নপত্র তৈরি করার জন্য।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়ান্স একাডেমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Vainu Bappu Award দিয়ে থাকেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের — অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ও নার্লিকার এই সম্মান পেয়েছেন। এই বছরের সম্মান পেয়েছেন ডঃ অমল কুমার রায়চৌধুরী। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অধ্যাপক রায়চৌধুরীকে এর জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে। অবসর গ্রহণের পরও অধ্যাপক রায়চৌধুরী গবেষণা ও পড়ানোর মাধ্যমে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

এ বছরের বি এস-সি প্রাণিবিদ্যা (সাম্মানিক) পরীক্ষায় আমাদের বিভাগের পার্ট ওয়ানে ৩ জন এবং পার্ট টু-তে ১৩ জনের মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে পার্ট টু-তে সাম্মানিক প্রাণিবিদ্যায় এবার আমাদের ছাত্র শ্রীমান সুদীপ্ত রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থানটি দখল করেছে।

নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এবারে আমাদের বিভাগে বর্তমান পাঠবর্ষে স্নাতকোত্তর এম এস-সি প্রাণিবিদ্যা পাঠ চালু হওয়া। ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তা শুরু হোল ৫ই ডিসেম্বর থেকে। যদিও সরকারী ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত অনুদান ও বাড়তি শিক্ষক এবারে জুটলো না। আপাতত বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাথমিক সাহায্য এবং সহানুভুতি নিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষকরা অনুরোধের ভিত্তিতেই পঠন-পাঠনে সাহায্য করবেন এই আশ্বাস পাওয়া গেছে। তবে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীপদ না পাওয়া গেলে স্নাতকোত্তর স্তরে মান বজায় রাখা একটু অসুবিধা হবে।

বিভাগের শিক্ষামূলক ভ্রমণ শুধু এ শহরের চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরে সীমাবদ্ধ না রেখে, আমাদের সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থায় ও চুঁচুড়ায় রাজ্য সরকারের কৃষি গবেষণা সংস্থায়।

স্পন্দন দেওয়াল পত্রিকা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এর পরিচালনায় অধ্যাপক সীমানন্দ অধিকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বছর ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুতন্ত্র- ও কীটতত্ত্ব- বিদ্‌ ডঃ আর্সাদ আলী রঙ্গীন স্লাইড সহযোগে পরিবেশ ও কাইরোনোমিড পতঙ্গের অবস্থিতি অতি সুন্দরভাবে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। ইউ এস এস আর একাডেমি অব্‌ সায়েন্স-এর ডঃ এস এল কুজমিনও ঐ সময়ে আমাদের বিভাগ ঘুরে যান।

প্রাণিবিদ্যায় এম এস-সি কোর্সের প্রবর্তনের ব্যাপারে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগ ও পরামর্শ বিভাগ মনে রাখবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন আরো আর্থিক অনুদান, আরো জায়গা ও নতুন পদ সৃষ্টি।

প্রসঙ্গতঃ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায় এবং বিল্ডিং কমিটির সদস্য ডঃ হিমাংশু দাস ও ডঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই কিছু বাড়তি স্থানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য।

ডঃ পি কে সেনশর্মা, যিনি পূর্বে বিরষা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেষ্ট্রি ফ্যাকাল্‌টির ডীন ছিলেন, সম্প্রতি আমাদের সঙ্গে গবেষণা-কার্যে যুক্ত হয়েছেন। ডঃ সেনশর্মা বল্মী কীটের উপর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ।

বাংলা বিভাগ

এ বছর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ। এই বিভাগেরই অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ষাট বছরের অবসর-সীমায় পৌঁছে পুনর্নিয়োগের আদেশের প্রতীক্ষা করছেন।

এ বছর বাংলা বিভাগের পরীক্ষার ফল ভালোয়-মন্দয় মেশানো। বি এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল বিশেষ ভালো হয় নি। ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কেউই প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পায় নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে ১৯ জন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে ১ জন। বি এ পার্ট টু পরীক্ষার ফল বেশ ভালো। পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ জন, তার মধ্যে ২ জন পেয়েছে প্রথম শ্রেণীর অনার্স, বাকি ১৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স। এই বিভাগে এম এ পরীক্ষার্থী ছিল ১৩ জন, তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ জন, ৮ জন হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ, ১ জন পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে নি।

বাংলা বিভাগের পঠন-পাঠন ও আলোচনাচক্র সংগঠন ইত্যাদির কাজে বাধাস্বরূপ পরিসরের যে শোচনীয় অভাবের কথা গত বছরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, এতদিনেও তার কিছুই নিরসন হয় নি। বাংলা ভাষা তার স্বভূমির শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যদি এভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত হয়, তাহলে তার লজ্জা যে আমাদের

সকলের, এ কথা বোঝানো যাবে কাকে ? সাম্মানিক তৃতীয় বর্ষের জন্য নির্দিষ্ট দোতলার ছোট ঘরটি সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় পাওয়াই যে এখন বিরল ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বছরে বাংলা বিভাগে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ আলোচনাসভায় বক্তৃতা দেন মনস্বী বক্তা ও লেখক শ্রীশিবনারায়ণ রায়। তাঁর বিষয় ছিল — বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা : রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক স্বরাজব্রত সেনশর্মা এ বছর চন্দননগর বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত আলোচনা সভায় 'বিদ্যাসাগর ও একালের আমরা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আগেই বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি চিত্র এঁকে বাংলা বিভাগকে দান করেছিলেন। এ বছর তিনি একই সংবেদী কুশলতার সঙ্গে কবি শ্রীমধুসূদনের প্রতিকৃতিচিত্র অঙ্কন ক'রে বাংলা বিভাগকে দিয়েছেন।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র পাঠচক্র- আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের সংস্করন-ভেদ বিষয়ে বক্তৃতা দেন ; টিটাগড় অন্ধ বিদ্যালয়ে শিশুসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশ নেন ; সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে শঙ্খমালা আয়োজিত 'কবিতার আবৃত্তিযোগ্যতা'-বিষয়ক আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সৃষ্টিশক্তি যেমন এ বছরেও নানা পত্রপত্রিকায় গল্প ও উপন্যাস রচনায় নিয়োজিত থেকেছে, তেমনি দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে প্রচারিত কয়েকটি নাটকেও আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে। এ ছাড়া একাধিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ-সমালোচনা ; দূরদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার।

ভূগোল বিভাগ

ভূগোল বিভাগের গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার ফল ক্রমশঃ অধোগামী হয়েছে। এর একটি কারণ প্রয়োজনীয় পরিসর ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাব। এর ফলে মহামূল্য উপকরণসমূহের যথোপযোগী রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

১৯৯১-এ সাম্মানিক ভূগোলে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়েছিল বিভাগের ১৯ জন। সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কেউই প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পায় নি। পার্ট টু সাম্মানিক ভূগোল পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬ জন ছাত্রছাত্রী। সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৬ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

১৯৯০-এর নভেম্বরে এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুভাসরঞ্জন বসু তাঁর পোল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্য সফরের অভিজ্ঞতা স্লাইড দেখিয়ে বিবৃত করেন।

১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে অধ্যাপক জয়দেব কোলে ও অধ্যাপক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে। অক্টোবরে অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীরা হিমালয়ের কুলু-মানালি-লাহুল-স্পিটি অঞ্চলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করে। দলটি গিরি-দূত পর্বতারোহী সংস্থার সহযোগিতায় বড়া শিগ্রি (১৩,০০০ ফিট) হিমবাহ পর্যবেক্ষণ করে আসে।

পশ্চিমবঙ্গের ও ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্ধাতার আমলের পাঠক্রম চালু আছে। ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতিক্রমে ও এই বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন করেন। আশা করা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই এই নতুন পাঠক্রম গ্রহণ করবেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১৯৯১-তে ভূতত্ত্ব বিভাগে অন্যান্য বছরের মতো শিক্ষা-সম্পর্কিত নানা কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভূতত্ত্ব বিভাগ তথা ভারতবর্ষে ভূতত্ত্ব শিক্ষণের শতবার্ষিকী উৎসব। ১৮৯২ সালের ১৭ই জুলাই ভারতবর্ষে ভূতত্ত্ব শিক্ষণ শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বতন্ত্র ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিয়ে। বর্তমান বৎসরের ১৭ই জুলাই এই বিভাগের শতবর্ষ পূর্তিকে উপলক্ষ করে একটি বিস্তৃত কর্মসূচীর সূচনা হয়। এই কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ১০০টি প্রদীপ জালিয়ে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ভূতত্ত্ব বিভাগ বিভাগের ৬ জন প্রাক্তন অধ্যাপককে সম্মান প্রদর্শন করে। সম্মান প্রদর্শন করে প্রাচীনতম গ্রুপ-ডি কর্মচারী লছমীরামকেও। প্রথম দিন একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উন্মোচন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। এই প্রদর্শনীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় শিক্ষাধারার আবির্ভাব পর্যন্ত ভূতত্ত্বে ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রযুক্তি তুলে ধরা হয় ৩৫টি পোস্টারের মধ্য দিয়ে। প্রধানত অধ্যাপক দীপংকর লাহিড়ীর গবেষণার ভিত্তিতে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ভূতত্ত্ববিদ্ ও ভূতত্ত্বের ছাত্র ছাড়াও ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের ছাত্রদের সমানভাবে আকর্ষণ করে। ১৯শে জুলাই একটি আলোচনাচক্রে এদেশে ভূতত্ত্ব শিক্ষণের ধারা, তার ত্রুটি ও সেই ত্রুটি সংশোধনের সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভুতত্ত্বে রীতি-বহির্ভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা-উদ্রেক-কারী তথ্য তুলে ধরেন। ১৭ ও ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় হৃদয়গ্রাহী বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। কলকাতা দূরদর্শন থেকে এই উপলক্ষে এই বিভাগে পঠন-পাঠন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়।

শতবার্ষিকী উৎসবের ব্যাপক কর্মসূচী ধরে প্রস্তুতির পাশাপাশি চলেছে শিক্ষণ, ক্ষেত্রশিক্ষণ ও গবেষণার ধারা। প্রাকস্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১১০ এবং গবেষক ১৭ জন বিভিন্ন সি এস আই আর, ইউ জি সি, ডি এস টি ও ডি এস এ প্রকল্পের অধীনে। এছাড়া ৪ জন সি ও এস আই এস টি গবেষকের পদ ১-৪-৯০ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর সেগুলিও পর্যায়ক্রমে পূরণ করা গেছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় এ বিভাগের ফল বেশ ভাল। পার্ট টু অনার্স পরীক্ষায় ১০ জন পরাক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পেয়েছে, এবং '৮৯ সালের এম এস সি পরীক্ষায় ৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছর ক্ষেত্র-শিক্ষণের জন্য ছাত্রদের রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের এম এস্ সি-র গবেষণাপত্রের কাজে স্বতন্ত্রভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ব্যক্তিগত পর্যটন করেছে।

এ বছর ভূতত্ত্ব বিভাগের অঙ্কনবিদ ভোলানাথ পাল সুদীর্ঘ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভূবিদ ডঃ অজিতকুমার সাহাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমেরিটাস প্রফেসার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি এ বছর জাতীয় স্তরের ৩টি আলোচনাচক্রে যোগ দেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলি সমিতির সদস্যরূপে এ বছরও ডঃ সাহা এ বিভাগের পরিচিতি বিভিন্ন মহলে প্রসারিত করেছেন। শতবার্ষিকী উৎসবে ডঃ সাহাকে সম্মান জানিয়ে বস্তুত ভূতত্ত্ব বিভাগ নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করেছে।

বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় একটি জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্রে যোগ দেন। শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে তিনি সহ-অধ্যক্ষরূপে আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন মতবাদের সম্পাদনার কাজ হাতে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাগের পরামর্শদাতা, বিজ্ঞানের ইতিহাসের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও নিযুক্ত আছেন।

এ বিভাগের নবীন অধ্যাপক ডঃ সাগরলাল রায় এ বছর জাতীয় মিনারাল অ্যাওয়ার্ড পেয়ে বিভাগের নবীন অধ্যাপক ও গবেষকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিভাগীয় অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার অধ্যাপক অজিত কুমার সাহার অধীনে বিহার-অভ্র-অঞ্চলের উপর গবেষণায় পি এইচ ডি ডিগ্রী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাপ্ত হয়েছেন। অধ্যাপক সাহার অধীনে মোট ২ জন (শুভশঙ্কর সরকার ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়), অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটকের অধীনে ১ জন (অসীম চট্টোপাধ্যায়) এবং অধ্যাপক মিহির বসুর অধীনে ১ জন (জ্যোতিশঙ্কর রায়) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে MAT-261 স্বয়ংক্রিয় থার্মাল আইওনাইজেশান আইসোটোপ মাস স্পেক্ট্রোমিটার ও আই সি পি-এ ই এস স্থাপিত হয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফলে ভূকালমিতি সম্বন্ধে গবেষণায় পূর্বভারতে অনেক নূতন সুযোগ-সুবিধা এসেছে, এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকে গবেষকরা এখানে এসে কাজ করে গেছেন।

জিওলজিকাল ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় এবার এস রায় স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিষয় ছিল 'জিওলজিকাল এবলিউশন অব সিংভূম'। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ এস কে খান্না ও যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ ডি দগুপৎ, স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও সেই সংক্রান্ত পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিভাগের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সি ও এস আই এস টি, ইউ জি সি-র ব্যবস্থাপনায় ডঃ কে গোপালন দুদিন আলোচনাচক্রে বক্তৃতা দেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিজ্ঞানীদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের পরীক্ষামূলক সনিকবিদ্যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এল পারচুক ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেরেকসেভ মূল্যবান বক্তৃতা দেন। এ বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এ বছর বিভিন্ন জাতীয় আলোচনাচক্রে অংশে নিয়েছেন।

এই বিভাগের বিশ্রুত সাময়িক গবেষণাপত্রিকা 'দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব আর্থ সায়েন্সেস' তার প্রকাশের অষ্টাদশ বছর সম্পূর্ণ করেছে।

ভূতত্ত্ব ও অর্থনীতি বিভাগের প্রসারের জন্য গত বছর যে স্বতন্ত্র বাড়িটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল, তা সমাপ্তির মুখে। এই বাড়ির ২০২ বর্গমিটার ভূতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার ও কোনো কোনো পরীক্ষাগারের প্রসারের জন্য, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে খুবই কাজের হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬টি গবেষণাবৃত্তি ছাড়াও সি ও এস আই এস টি-র পদগুলি আগামী পাঁচ বছরের জন্য নূতন করে অনুমোদন করে আর্থিক আনুকূল্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের। এছাড়াও বিদেশী জার্নালগুলির জন্য স্বতন্ত্র অনুদান প্রয়োজন। বর্তমানে বিজ্ঞান-গ্রন্থাগারে মাত্র ৪টি জার্নাল রাখা সম্ভব, অথচ অন্তত ১৫টি জার্নাল না হলে ভূতত্ত্বের সব শাখাগুলির প্রতি সুবিচার অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিত্য-বর্ধমান মূল্যমানে এজন্য বছরে অন্তত দেড়লক্ষ টাকা প্রয়োজন। বস্তুত, গবেষণাগার ও পরীক্ষাগারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরো গ্রুপ-ডি কর্মচারীর, যাঁরা পালা করে ২৪ ঘণ্টা বিভাগে থেকে যন্ত্রপাতির খবরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।

রসায়ন বিভাগ

এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল এ বছরেও সন্তোষজনক হয়েছে। এই বছর বি এস সি পরীক্ষায় ছয়জন ও এম এস সি পরীক্ষায় সাতজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিভাগের অধ্যাপকগণ পঠন-পাঠন, গবেষণা ও গবেষণা নির্দেশনার কাজে ব্যাপৃত থেকেও বিভিন্ন সংস্থার কাজে সহায়তা ক'রে চলেছেন। বর্তমানে গবেষকের মোট সংখ্যা পনের। অধ্যাপক হিমাংশু রঞ্জন দাসের অধীনে গবেষণা ক'রে জিয়াগঞ্জে শ্রীপত্ সিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় সিদ্ধান্ত এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পরিমলকৃষ্ণ সেন "রয়েল সোসাইটি অফ্ কেমিষ্ট্রি", পূর্ব ভারতীয় শাখা, কলকাতা কর্তৃক আয়োজিত "শতাব্দীর ক্রান্তিবিন্দুতে রসায়ন" শীর্ষক আলোচনা সভার এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের স্বুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এক বিজ্ঞান-চক্রেও অধ্যাপক সেন সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিভিশন কর্তৃক আমন্ত্রিত হ'য়ে লণ্ডনের কিংস কলেজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত পরিবেশ-রসায়নের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী। তিনি জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রেও অংশগ্রহণ করেন এবং oncology-র গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ে (PCR optimization, amplification-সহ) এবং এর প্রযুক্তি ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "ফটোকেমিষ্ট্রি, লেসার কেমিষ্ট্রি ও ফটোবায়োলজি — মূল ধারণা ও প্রয়োগ" শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে ভাষণ দেন অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ। কলকাতা ও দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পঃ বঙ্গ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পঃ বঙ্গ-এর যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় ও ব্রিটিশ কাউন্সিল ডিভিশন-এর সহায়তায় "পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পাঠ্যসূচী-উন্নয়ন ও মূল্যায়ন" বিষয়ক কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে অংশ নেন অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত। "বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ"-এর সহায়তায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থাপিত "অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ"-আয়োজিত পুনরনুধ্যান শিক্ষাসূচী (রিফ্রেশার কোর্স)-তে অংশগ্রহণ করেন বিভাগের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মাজি ও অধ্যাপিকা স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়। এই কর্মসূচীতে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হ'ন অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক হিমাংশু-রঞ্জন দাস।

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত এই বিভাগের কিছু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সেখানে P.C.C.A Awards (প্রেসিডেন্সি কলেজ কেমিষ্ট্রি অ্যালমনি এওয়ার্ডস) কমিটি গঠন ক'রে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষের বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে এক প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর চারটি পুরস্কার (প্রতিটি পাঁচশত টাকার) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এই বছর বিভাগের যে নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঐ উৎসবের সভাপতি ও এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সুধীরচন্দ্র সোম ১৯৯১-এর প্রাপকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। উক্ত প্রাপকেরা হ'ল—(১) অর্ণব সুর রায় (২য় বর্ষ), (২) মিণ্টু হালদার (২য় বর্ষ), (৩) অপর্ণা দে (২য় বর্ষ) ও (৪) পুলকেশ মুখার্জী (৩য় বর্ষ)।

বিভাগীয় দেওয়াল পত্রিকা 'কিমিয়া' অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র সেনের তত্ত্বধানে নিয়মমতো প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। এ বছরও এই বিভাগের তরফ থেকে নিয়মিত আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই সব আলোচনাচক্রে বিভাগীয় ও বহিরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসাবে বিভাগে যোগ দিয়েছেন শ্রীশ্যামসুন্দর প্রসাদ।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

এই বছরের বি এস-সি প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ সাম্মানিক পরীক্ষায় এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মতোই সন্তোষজনক ফল করেছে। বি এস-সি প্রথম ভাগ পরীক্ষা ১৫ জন ছাত্রছাত্রী দিয়েছিল, তার মধ্যে ১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে (২ জন রাশিবিজ্ঞানে ভাল ফল করলেও একটি পাশ বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় অনুত্তীর্ণ থেকে গেছে)। এর মধ্যে ৫ জন রাশিবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। বি এস-সি দ্বিতীয় ভাগ পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ জন, এর মধ্যে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ৩ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

অন্যান্য বছরের মতোই এই বিভাগের অধ্যাপকেরা নিজ গবেষণায় নিয়োজিত থেকেছেন, তাঁদের কেউবা গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি সংস্থা বা সংগঠনের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন।

বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুন সি এম ডি এ-র একটি প্রকল্পের সঙ্গে এখনও যুক্ত রয়েছেন—এর বিষয় সি ইউ ডি পি তৃতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন। তিনি ইতিমধ্যে এর প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এছাড়া, তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত একটি প্রকল্পও পরিচালনা করেছেন। তিনি এ বছর জানুয়ারিতে দুটি আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথমটি, কলকাতায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে (বিষয় : Problems of Large Scale Sample Surveys in India) এবং দ্বিতীয়টি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিষয় : National Symposium on Population Control)। জুলাই মাসে মেদিনীপুর জেলা-প্রশাসনের আমন্ত্রনে তিনি নবসাক্ষরদের উপযোগী জনসংখ্যা বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন-সংক্রান্ত একটি কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন।

বিভাগের রীডার ডঃ বিশ্বনাথ দাস আলোচ্য বছরেও ভারতীয় মানক সংস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসাব এর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুপুরের পিপ্‌ল্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউট ফর্‌ ডেভেলাপমেণ্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং-এ ৩০ জুন — ৩রা জুলাই অনুষ্ঠিত স্ট্র্যাটেজিস্‌ ফর্‌ রুরাল ডেভেলাপমেণ্ট-শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় আয়োজিত কোয়ালিটি ম্যানেজমেণ্ট-এর উপর এক আলোচনাচক্রে বক্তৃতা দেন। এছাড়া, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর্‌ প্রোডাক্‌টিভিটি, কোয়ালিটি অ্যাণ্ড রিলায়বিলিটি কর্তৃক যাদবপুরে ১৪ই নভেম্বর ওয়ার্ল্ড কোয়ালিটি ডে উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রে এবং ২০—২৪ নভেম্বর ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্স অন্‌ এগ্রিকাল্‌চারাল রিসোর্স অ্যাণ্ড প্রোডাক্‌ট্‌স : এ কোয়ালিটি অ্যানালিসিস-এ দুটি টেকনিকাল সেশনে সংযোগকর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

বিভাগে ৩টি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের রীডার ডঃ বিশ্বনাথ দাস 'স্ট্যাটিস্‌টিকাল মেথড্‌স ফর্‌ কম্‌বাইনিং এক্সপার্টস ওপিনিয়ন' সম্বন্ধে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্‌টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দীপক কুমার দে 'স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স ইন্‌ লিটারেচার' সম্বন্ধে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সোমা সেনগুপ্ত, 'এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস ইন দি ইউ এস এ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

বিভাগের দেয়াল পত্রিকা কিছুটা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিভাগে একটি পার্সন্যাল কম্প্যুটার বসানোর কাজ এগিয়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এটি চালু করতে পারা যাবে। বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশৈবাল চট্টোপাধ্যায় স্টাডি লিভ-এ বিদেশে থাকায় একটি পদ শূন্য রয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করার পর ডঃ প্রশান্ত রায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

১৯৯১ সালের বি এ পার্ট টু বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় ১ জন ছাত্রী সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কাউন্সিল ফর্‌ পলিটিক্যাল স্টাডিজ-র যৌথ উদ্যোগে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এক আলোচনা-সভার অয়োজন করা হয়। পূর্বতন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র 'সোস্যালিষ্ট পার্সপেক্‌টিভ'-এর সম্পাদনা করছেন। রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক নানা রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ প্রশান্ত রায়ের গবেষণাগ্রন্থ, 'কন্‌ফ্লিক্‌ট এ্যাণ্ড স্টেট' প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফী ন্যাশনাল আকাদেমি অব্‌ ডিরেক্‌ট্‌ ট্যাক্সেস-আয়োজিত আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-আয়োজিত কাঁচড়াপাড়া কলেজে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে তিনি 'আম্বেদকার অ্যাণ্ড উইমেন' বিষয়ে ভাষণ দেন। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ দুটি আলোচনাচক্রে ভাষণ দিয়েছেন : লালবাবা কলেজে 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার পটভূমি' বিষয়ে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে আয়োজিত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে আলোচনা-সভায়

'বিদ্যাসাগর চর্চার ধারা' বিষয়ে। অধ্যাপক রঞ্জন কুমার রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-পরিচালিত অভিমুখী কার্যক্রমে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ধর্মীয় তথা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনসমূহের গতিপ্রকৃতি'-বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন। আকাশবাণী কলকাতা থেকে 'শ্রমিকশ্রেণী ও মে দিবসের তাৎপর্য', 'নব্বই-এর দশকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ' ও 'তোমার পতাকা যারে দাও'-বিষয়ে তাঁর তিনটি আলোচনা প্রচারিত হয়।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

এই বছরে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বি এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় মোট ১১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে এবং বি এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় মোট ১৮ জনের মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। এম এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হয়েছে। মোট ৮ জনের মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এম এস-সি পার্ট টু পরীক্ষার ফল প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

গত বছরে শারীরবিদ্যা বিভাগে একটি মর্মান্তিক শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভাগীয় জনপ্রিয় অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতী অনিমা দত্ত ১লা এপ্রিল তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মরণে কলেজে একটি শোকসভা আয়োজিত হয় শারীরবিদ্যা বিভাগের ভাষণ-কক্ষে। সেই সভায় অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী মহাশয়, কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং বিভিন্ন কর্মচারীরা উপস্থিত থেকে দুঃখপ্রকাশ করেন এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিগত বছরে বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় পুনরায় আর ১ বছরের জন্য ১৯৯১-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন। অন্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ গদাধর সাহুও আর ১ বছরের জন্য ১৯৯২-এর ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৯১-এর ৩০শে নভেম্বর বিভাগীয় অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ অবসর গ্রহণ করেন। তিনিও আগামী ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক ডঃ অঞ্জনকুমার বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণা-কার্য্য সমাপনান্তে বিভাগীয় শিক্ষকপদে পুনরায় যোগদান করেছেন।

বিভাগীয় সেমিনার-গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের কাজ এই বছরেও অধ্যাপক দেবাশিস্ সেনের সুষ্ঠু পরিচালনায় নিয়মিতভাবে চলেছে। সেমিনার গ্রন্থাগার থেকে বছরে মোট ৮১২ বার পুস্তক লেনদেন হয়েছে। গত বছরে ক্রয় করা শারীরবিদ্যার সমস্ত গ্রন্থেরই 'ক্যাটালগ' করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ-তালিকা এবং গ্রন্থকার-ভিত্তিক তালিকা (সেমিনারে রাখা সব পুস্তকের) প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এইগুলি ভালভাবে ব্যবহার যাচ্ছে না, কারণ ক্যাটালগ-কার্ড-বাক্স নেই এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও কার্ডগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। পাঠকক্ষের স্থানাভাব এবং অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের ঠিক সময় সেমিনার থেকে নেওয়া বই ফেরত না দেওয়া সেমিনার গ্রন্থাগার-পরিচালনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। শারীরবিদ্যা বিভাগের সেমিনার-গ্রন্থাগারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বিগত বছরে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (১৯৪৯-১৯৫৯) অধ্যাপক ডঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত শারীরবিদ্যার অনেক জার্নালের বাঁধান প্রচুর সংকলন-গ্রন্থ (তাদের রাখবার আলমারী সমেত) সেমিনার গ্রন্থাগারকে দান করেছেন। এই জার্নালগুলো শারীরবিদ্যা-সেমিনার-গ্রন্থাগারে একটি মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে থাকল, যা ভবিষ্যতের স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের এবং গবেষকদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

এই বছরে শারীরবিদ্যা বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (১৯৩৯-১৯৪৭) প্রয়াত অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সমাপ্তি-অনুষ্ঠান। এই শতবার্ষিকী উৎসব ১৯৯০ সালের ৩০শে এপ্রিল সিটি কলেজে প্রথম শুরু হয় এবং ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রেসিডেন্সি কলেজে সমাপ্ত হয়। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি হয়েছিলেন প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক শারীরবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক বসুর প্রাক্তন অনেক ছাত্র এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা অধ্যাপক বসুর কিংবদন্তীখ্যাত প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীলকুমার রায়চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত শারীরবিদ্যা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা "প্রাচীরিকা" এই বছরেও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শারীরবিদ্যা বিভাগে এখন দুটি অধ্যাপক পদ শূন্য রয়েছে। এই পদে নতুন অধ্যাপক নিযুক্ত না হওয়ার দরুন, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের থিয়োরী ও প্রাকটিকাল ক্লাশের এবং টিউটোরিয়াল ক্লাশের সুষ্ঠু পরিচালনা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এতাবৎ কোনও ফল হয়নি। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগ কলেজের একটি সুপ্রাচীন বিভাগ। এই বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অংশের পঠন-পাঠন ১৯১০ সাল থেকে চালু। অথচ বেকার ল্যাবরেটরী বিল্ডিং তৈরী হওয়ার পর ১৯১৩ সালে যতটুকু স্থান শারীরবিদ্যা বিভাগের ছিল আজও তাই আছে। নানান কারণে এই ৭৮ বছরেও অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা যায় নি। বোধহয় এইবার তার একটা সুরাহা হতে চলেছে। কলেজের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে নূতন বিল্ডিং তৈরী হয়েছে তার একটি তলায় রাশিবিজ্ঞান বিভাগ চলে যাবার কথা রয়েছে এবং তখন রাশিবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান স্থান (যা শারীরবিদ্যা বিভাগের সংলগ্ন) শারীরবিদ্যা বিভাগে চলে আসবে। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য দু'খানা ঘর রাশিবিজ্ঞান বিভাগ ব্যবহার করবে। এই মর্মে দুই বিভাগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া প্রাক্তন বিদায়ী অধ্যক্ষ ডঃ সুনীলকুমার রায়চৌধুরীর অনুমোদনে সম্পন্ন হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে শারীরবিদ্যা বিভাগের বহুদিনের পুরানো স্থানাভাব সমস্যা অনেকাংশে মিটবে এবং স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ভালভাবে চালান যাবে। আশা করা যায় নতুন বিল্ডিং চালু হতে আর খুব বেশী বিলম্ব হবে না।

সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের অভাবে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে যেতে পারে না। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের পক্ষে এই ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। যদিও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ পাঠ্যসূচীরই অন্তর্ভুক্ত। সরকারের কাছে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। গত বছরে (১৯৯০ সালে) কিছু অনুদান পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এই বছরে (১৯৯১) কোন অনুদান পাওয়া যায়নি বলে এই ব্যবস্থা করা যায় নি।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১৯৯১ সালের বি এ পার্ট ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষায় বিভাগে ২ জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। বিভাগের নবীনতা ও শিক্ষক-সংখ্যার স্বল্পতার প্রেক্ষিতে পরীক্ষার এই ফল ভালোই। প্রসঙ্গত বিভাগকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅভিজিৎ মিত্র যে সহায়তা করে চলেছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

গত এক বছরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভাগে ৫টি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রগুলিতে কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্টাটিস্টিক্স অ্যাণ্ড সোসিওলজি' বিষয়ে, পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার শ্রীনিরুপম সোম, আই পি এস 'ক্রিমিনাল মোটিভেশন' বিষয়ে, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মার্ক্সিস্ট সোসিওলজি' বিষয়ে, কলকাতার সেণ্টার ফর দি স্টাডিজ ইন্ সোস্যাল সায়েন্সেস-এর শ্রীঅঞ্জন ঘোষ 'অর্গানাইজেশনাল সোসিওলজি' বিষয়ে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসমীর দাস 'সোস্যাল

জাস্টিস্ এ্যাণ্ড ন্যাশনাল্ ইনট্রিগ্রেশন ইন্ ইণ্ডিয়া' বিষয়ে ভাষণ দেন। পরিবর্তিত পাঠক্রম বিষয়ে বিভিন্ন কলেজের সমাজতত্ত্বের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব-বিষয়-সংশ্লিষ্ট আণ্ডারগ্রাজুয়েট বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে বিভাগে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রশান্ত রায় সমাজতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে কাজ করছেন ও পূর্ণমাত্রায় শিক্ষকতা করছেন। তাঁর নির্দেশনায় একজন গবেষক সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণাপত্র দাখিল ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পেয়েছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ আয়োজিত 'অ্যাকাডেমিক স্টাফ্ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম'-এ 'সোসিওলজি অব এডুকেশন' বিষয়ে আলোচনাচক্রে ভাষণ দেন।

অধ্যাপক শমিত কর ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন-মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন 'ইম্‌প্লিমেন্টিং গঙ্গা অ্যাকশন্ প্ল্যান বাই ইন্‌ডিউসিং কমন্ পিপ্‌ল' কর্মসূচীর সঙ্গে প্রধান সহযোগী গবেষক হিসেবে যুক্ত আছেন।

হিন্দী বিভাগ

সাম্মানিক হিন্দী বিভাগ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ বছর বি এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক। মোট ১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যবশত বাকি ১১ জন তাদের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় কৃতকার্য হতে পারে নি। বি এ পার্ট টু পরীক্ষায় সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ফলও আশাব্যঞ্জক। প্রি-এম্ এ পাঠক্রমের ১০ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দী বিভাগ এবং আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দী সংস্থানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২ সপ্তাহের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে, বিষয় ছিল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের হিন্দী অধ্যাপকগণ এতে যোগদান করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দী বিভাগ 'শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ্রের সামাজিক চেতনার তুলনামূলক বিচার'—এই বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন কলকাতার সেণ্ট পলস কলেজের হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডে।

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগ আয়োজিত আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর বিষয় ছিল 'পার্সী থিয়েটার ঔর প্রসাদ কি রঙ্গদৃষ্টি'। তিনি সিকিমের পাঠ্যগ্রন্থ পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় হিন্দী সংস্থান দ্বারা বিষয়ের বিশেষজ্ঞরূপে আমন্ত্রিতও হয়েছেন। তাঁর 'জিস্ক বন্ জানে সে পহ্‌লে' নামে একটি কবিতা-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক শিবনাথ পাণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগ এবং ভারত সরকারের মানবসম্পদ ও বিকাশ মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্রে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর বিষয় ছিল 'নিরালা ঔর উনকী পরম্পরা।'

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের ধর্ম অনুযায়ী প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে গ্রন্থাগারের কলেবর। সম্প্রতি সরকারী অনুদান বেড়েছে, বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মঞ্জুরী। ১৯৯১ এর ৩১শে মার্চে বইয়ের সংখ্যা ছিল ১,৬১,০৬৬ এবং বাঁধানো সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৫,১২৯। বাঁধানো সম্ভব হয়নি যা তার সংখ্যাও কয়েক

সহস্র। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে কেনা হয়েছে এমন বই ও পত্রিকার সংখ্যা ৪,৪৭০ ও ৯৫। তাছাড়া নানা সংগঠনের তরফ থেকে উপহার হিসাবে পাওয়া গেছে ২৪ খানি বই। সংগৃহীত বই ও পত্র পত্রিকার অনেকগুলিই অবিলম্বে বাঁধানো অবশ্য প্রয়োজন।

১৯৯০-৯১ তে ব্যবহৃত হয়েছিল ১,২০,০০০ খানি বই। এর মধ্যে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল ২১,৫০০ খানি বই। ১,০৮৭ খানি বই বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগার সুপরিচালনার জন্য কিছু সুষ্ঠু এবং জরুরী ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। যেমন: (১) রসায়ন বিভাগের পুরানো হলঘরে স্থানান্তরিত ষ্ট্যাকরুমে পাখার ব্যবস্থা হয়নি। ফলে প্রচণ্ড গরমে এখানে কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। (২) গ্রন্থাগারের বইপত্র নিয়মিত ঝাড়-পোঁছ করার জন্য দুজন ফরাস নিয়োগের আবেদন বহুবছরের। এ বিষয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হলে ১৭৪ বছরের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। (৩) গ্রন্থাগারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিশেষ দক্ষতা ও দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে উচ্চতর বেতনক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে। অনুকূল সিদ্ধান্ত আশু প্রয়োজন। (৪) এই বহুমূল্য গ্রন্থাগার যাতে ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপকেরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হন, সেজন্য বেশী সময় খুলে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দীর্ঘদিনের প্রস্তাবটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

নতুন বইয়ের তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বহু পুরোনো অব্যবহার্য 'ক্যাটালগ' নতুন করে লেখার দুরূহ কাজ, তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর অভাবে তা আশানুরূপ গতিতে এগোচ্ছে না।

কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে লাইব্রেরী সাব-কমিটির গ্রন্থাগারের পুরোনো নিয়ম বদলের খসড়া প্রস্তাব ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগারগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার সাব-কমিটি ও ডেভেলপমেণ্ট সাব-কমিটির আন্তরিক প্রয়াসে সাড়া মিলেছে। ৮৭ লক্ষের কিছু বেশী টাকার একটা প্রকল্প পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে সরকারী দপ্তরে জমা পড়েছে এবং সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

গ্রন্থাগারের সমস্যা লাঘব করে তার সার্বিক উন্নতির জন্য কলা গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তৈরী 'ষ্টেটাস রিপোর্ট' ১৯৯০ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ল্যান্স ১৯৯০-২০০০', উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। একান্ত আশা, অচিরেই অন্ততঃ কিছু সমস্যার সুরাহা হবে।

গত বছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে বাড়তি পাওয়া টাকায় বই কেনা হয়েছে অনেক। ষ্টীল র‍্যাক, জেরক্স মেশিন এবং দুটি কম্পিউটারও কেনা হয়েছে। এছাড়া মঞ্জুরী কমিশন ১০০-১৫০ বছরের পুরানো কলেজকে সর্বাধিক ৩০ লক্ষ টাকা অনুদানের যে পরিকল্পনা নিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে অচিরেই ২০ লক্ষ টাকার অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গ্রন্থাগারের সকল কর্মীর আন্তরিক সংযোগিতায় কলা-গ্রন্থাগারের কিছু সাময়িক পুনর্বিন্যাসের ফলে কাজের যে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। নতুন বইয়ের তালিকা প্রণয়নের কাজে অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক। সংগৃহীত পত্রপত্রিকাগুলির সূচীপত্রের নকল নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকদের কাছে। তবে এ সবই সাময়িক ব্যবস্থা।

সবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন গ্রন্থাগারের নানা সমস্যা লাঘব করার জন্য আন্তরিকভাবে যে সহযোগিতা করে চলেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ক্রীড়া বিভাগ

সাধারণতঃ জানুয়ারি মাস থেকেই কলেজের বিভিন্ন রকম খেলাধূলা শুরু হয়। প্রথমেই শুরু হয়ে যায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি। ১৪ই জানুয়ারি ১৯৯১ এবং ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হিট ও কতকগুলি বিষয়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে কলেজের মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ডঃ প্রতীপ চৌধুরী মহাশয়। এই প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ছাত্রদের মধ্যে গণিত বিভাগের শ্রীগৌরাঙ্গ সাধু এবং ছাত্রীদের মধ্যে যুগ্মভাবে ইতিহাস বিভাগের লাবণিতা ঘোষ এবং হিন্দী বিভাগের অনুরিতা ভট্টাচার্য যথাক্রমে ১৯ পয়েন্ট এবং ১০ পয়েন্ট লাভ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অর্জন করে। ব্যক্তিগত পুরস্কার ছাড়াও কলেজের অ্যালাম্‌নি অ্যাসোসিয়েশন ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারীকে ১৯৯০ সাল থেকে নগদ ১০০ টাকা করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। গত ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ তারিখে এন এস এন আই এস মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃ সরকারী কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী লাবণিতা ঘোষ ডিস্‌কাস নিক্ষেপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১২ই জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে প্রাক্তন বনাম বর্তমান ছাত্রদের প্রথাগত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ সম্পন্ন হয়। এর পর শুরু হয় আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। কলেজের সমস্ত বিভাগ মোট ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও কলেজ দল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াপর্ষদ পরিচালিত আন্তঃ কলেজ নক্‌আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, সি এ বি পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং কয়েকটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায়ও অংশগ্রহণ করে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ মাসে শুরু হয় আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় রসায়ন ও প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের সম্মিলিত দল এবং অর্থনীতি, কলাবিভাগ, শারীর বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব বিভাগের সম্মিলিত দল যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত আন্তঃ সরকারী কলেজ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলেজদল অংশগ্রহণ করে। প্রথম খেলায় আমাদের কলেজদল দার্জিলিং সরকারী কলেজকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্গাপুর সরকারী কলেজের কাছে পরাজয় বরণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলেজ অংশগ্রহণ করে।

আন্তঃ বিভাগীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বছরের সারা মাস ধরেই চলে টেব্‌ল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলা। আন্তঃ বিভাগীয় ব্যাডমিন্টনে ছাত্রবিভাগের দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান লাভ করে যথাক্রমে পদার্থবিদ্যা ও রাশিবিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত দল এবং অর্থনীতি বিভাগ। এছাড়াও ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগে একক ও দ্বৈত প্রতি-যোগিতা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াপর্ষদ পরিচালিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘদিন পর বাংলা বিভাগের ছাত্রী অরুণিতা মুখার্জী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ত্রিনয়নী রায় ব্যাডমিন্টনে দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ ক'রে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের ছাত্রী অরুণিতা মুখার্জী বিজিতের সম্মান লাভ করে এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করে। কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের টেব্‌ল টেনিস দল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট পরিচালিত টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতা, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ আয়োজিত প্রতিযোগিতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াপর্ষদ পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত আন্তঃ সরকারী কলেজ টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় কলেজদল ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগে বিজিতের সম্মান লাভ করে।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

ছাত্রাবাসের পরিচালনায় নানা সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। তবে এর নিরসনে তথা ছাত্রাবাসের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও বিদ্যুৎ, এই দুটি বিভাগের আন্তরিক সক্রিয়তা স্বীকার্য। ১৯৮৯ সালে ছাত্রাবাসের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ভবন-নির্মানে পূর্ত বিভাগ বিশেষ তৎপর রয়েছেন। তারই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগ আবাসিকদের বৈদ্যুতিক পাখা ও টিউবলাইটের ত্বরিত সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

শতবর্ষের পরও ছাত্রাবাসের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডে আবাসিকদের স্নানাগার নেই। এ ব্যাপারে পূর্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশা দিয়েছেন। গতবছর রাজ্যসরকার হোস্টেল গ্রন্থাগারের জন্য কিছু বইয়ের ব্যবস্থা ক'রে বাধিত করেছেন। কিন্তু পে এ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের নিষ্ক্রিয়তায় প্রয়োজনীয় রান্নার বাসনপত্র, খেলাধূলার সরঞ্জাম কিনতে না পারায় ছাত্রাবাসকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সাধারণভাবে আবাসিকদের পরীক্ষার ফল ভালোই। সাম্মানিক অর্থনীতিতে শ্রীত্রিদিব রায় ও শ্রীঅর্ঘ ঘোষ এবং সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় শ্রীরসময় কবিরাজ প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। কিছু অসাফল্যও রয়েছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় তিনজন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে।

মৌলানা আজাদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুপ্রতীক কর ছাত্রাবাসের একজন নতুন সহকারী অধীক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

ছাত্রাবাসের দীর্ঘকালীন কর্মচারী ধীরেন মহান্তির দুর্ঘটনাজনিত অকালমৃত্যু খুবই মর্মান্তিক লেগেছে।

ছাত্রাবাসে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের অনুকূল পরিবেশই রয়েছে।

কলেজ অফিস

উচ্চ বিভাগীয় করণিক শ্রীঅজিতকুমার দাসের শূন্যপদে যোগ দিয়েছেন ঝাড়গ্রাম রাণী বিনোদমঞ্জরী গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুল থেকে আগত শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। উচ্চ বিভাগীয় করণিক শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করায় এই কলেজের সহকারী ক্যাশিয়ার শ্রীসুবল গুহ এবং সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুল থেকে আগত শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত শূন্য পদদুটিতে যোগদান করেছেন।

টাইপিষ্ট শ্রীসমীরকুমার ঘোষ বারাসত গভর্ণমেণ্ট কলেজে বদলি হওয়ায় SCERT থেকে আগত শ্রীঅলোককুমার দে উক্ত পদে যোগদান করেছেন।

সহকারী ক্যাশিয়ারের শূন্য পদে শ্রীকল্যাণকুমার চক্রবর্তী যোগদান করেছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী শ্রীলছমীরাম অবসর গ্রহণ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ-কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে তা যথাসময়ে করা যায় নি। এ বছরে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

পরিশিষ্ট—১

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

On the Results of B.A./B.Sc. Part I Examination, 1991

Sl. No.	Name of the student	Name of the Prize and Medal	Particulars
1.	Sri Indrajit Mitra (B.Sc. Roll No. 88)	Scindia Silver Medal valued Rs. 175 and Gwalior Prize Books valued Rs. 45	First from the College in B.Sc. Honours Part I Exam. 1991.
2. (a)	Soma Ghosh (B.A. Roll No. 71)	Scindia Silver Medal valued Rs. 175 and Gwalior Prize Books valued Rs. 45	First from the College in B A. Honours Part I Exam. 1991
(b)	Sri Shalim Ahmed (Roll No. 107)	(To be distributed equally)	
3.	Sri Barun Chatterjee (Roll No. 65)	Arun Sarkar Memorial Medal valued Rs. 30	Highest Marks in Bengali Hons. Part I Exam. 1991
4.	Sm. Asmita Roy	Harish Ch. Kabiratna Prize Books valued Rs. 40	Highest Marks in Sanskrit Hons. Part I Exam. 1991
5.	Sri Avranil Chatterjee (B.Sc. Roll No. 31)	Chandranath Maitra Medal valued Rs. 50	Highest Marks in Geology Hons. Part I Exam. 1991
6.	Sm. Rachana Majumdar	Raibahadur Debendra Ch. Ghosh Prize Books valued Rs. 200	Highest Marks in History Hons. in Part I Exam. 1991
7.	Sm. Poushali Chatterjee (B.A. Roll No. 130)	C. C. Ghosh Memorial Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in English Hons. in Part I Exam. 1991
8. (a)	Sri Laxmi Narayan Satpathi (B.Sc. Roll 101)	College Prize Books valued Rs. 26	Highest Marks in Geography Hons. in Part I Exam. 1991
(b)	Sm. Senjuti Pal (Roll 172)	(To be distributed equally)	
9.	Sri Sandip Chaudhuri (B.Sc. Roll No. 288)	P.C. Mahalanobis Prize Books valued Rs. 150	Highest Marks in Statistics Hons. in Part I Exam. 1991
10. (a)	Sri Debraj Guha Thakurata (B.Sc. Roll No. 197)	Kunja Behari Basak Medal valued Rs. 20	Highest Marks in Pract. Chemistry in Part I Exam. 1991
(b)	Sri Bhaskar Sen (B.Sc. Roll No. 236)	(To be distributed equally)	
11.	Sri Debraj Guha Thakurata (B.Sc. Roll No. 197)	Sudip Shome Memorial Book Prize valued Rs. 650 donated by Dr. S. C. Some.	Highest Marks in B.Sc., Part-I Exam. 1991 in Chemistry Hons.

On the Results of B.A./B.Sc. Part I and II combined Examinations

Sl. No.	Name of the student	Name of the Prize and Medals	Particulars
12.	Sm. Sukanya Guhe (B. Sc. Roll No. 30)	Cunninghum Memorial Prize Books valued Rs. 120 and Acharya Prafulla Ch. Centenary Prize Books valued Rs. 470.	Highest Marks in Chemistry Hons. in B.Sc. Exam. 1991
13.	Sri Mukunda Mohan Sarkar (M.Sc. Roll No. 52)	College Prize Books valued Rs. 26.	Highest Marks in Chemistry Hons. among the students admitted in 1st Year M.Sc. class 1991-92.
14.	Sm. Sriparna Das Gupta (B.Sc. Roll Nol 192)	J. C. Nag Memorial Medal valued Rs. 60.	Highest marks in Botany Hons. in B.Sc. Examination
15.	Sm. Ananya Basu (B.Sc. Roll No. 96)	J. C. Sinha Economic Prize Books valued Rs. 15.	Highest Marks in Economics Hons. in B.Sc. Exam.
16.	Sm. Patralekha Majumdar (B.A. Roll No. 96)	Kartick Ch. Mallick Memorial Medal valued Rs. 130.	Highest Marks in Philosophy Hons. in B.A. Exam.
17.	Sri Ranojoy Sen (B.A. Roll No. 54)	Kuruvilla Zacharia Memorial Prize Books valued Rs. 460	Highest Marks in History Hons. in B.A. Exam.
18.	Sm. Sanghamitra Guin (B.A. Roll No. 14)	Prof. Amal Bhattacharya Prize Books.	Highest Marks in English Hons. in B.A. Exam.
19. a)	Sm. Aparna Bandyopadhyay (B.A. Roll No. 3)	Bani Bose Memorial Prize Books valued Rs. 190.	Two topmost positions in Bengali Hons. in B. A. Exam. among girls students of the college.
b)	Sm. Shampa Bhattacharyya (B.A. Roll No. 49)	(To be distributed equally)	
20.	Sri Gautam Roy (B.Sc. Roll No. 44)	Swapan Saha Memorial Prize Books valued Rs. 45.	Highest Marks in Physics Hons. in B.Sc. Exam.
21.	Sm. Aparna Bandyopadhyay (B.A. Roll No. 3)	Bibhutibhusan Bandyopadhyay Memorial Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra.	Highest Marks in Bengali Hons. in B.A. Exam.
22.	Sm. Patralekha Majumdar (B.A. Roll No. 96)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize Books valued Rs. 165.	First from the college in B.A. Hons. Final Exam.

Sl. No.	Name of the student	Name of the Prize and Medals	Particulars
23.	Sm. Bhaswati Ganguli (B.Sc. Roll No. 39)	Nirod Baran Bakshi Memorial Prize Books valued Rs. 165.	First from the college in B.Sc. Hons. in Final Exam.
24.	Sm. Aparna Bandyopadhyay (B.A. Roll No. 3)	Adhyapak Tarak Nath Sen Memorial Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra.	Highest Marks in Bengali Hons. in B.A. Exam.
25.	Sm. Bhaswati Ganguli (B.Sc. Roll No. 39)	P. C. Mahalanabis Prize Books valued Rs. 150.	Highest Marks in B.Sc. Hons. Exam. in Statistics.
26.	Sm. Ananya Basu (B.Sc. Roll No. 96)	D. N. Ghoshal Prize Book valued Rs. 300.	Highest Marks in B.Sc. Hons. Exam. in Economics.
27.	Sm. Ruchira Majumdar	Jnanendra Bhusan Mukherjee Prize Books valued Rs. 100 donated by Shri Anil Kumar Mukherjee.	Highest Marks in B.A/B.Sc. Hons. Mathematics.
28.	Sm. Minakshi Bhattacharya (B.Sc. Roll No. 40)	Charusila Devi Prize valued Rs. 75 donated by Sri Santosh Kumar Chatterjee.	Second in Mathematics Hons. not securing any other prize or medal from the College.
29.	Sm. Chandripa Ghosh (B.Sc. Roll No. 218)	Prof. S. C. Mahalanabis Prize Books valued Rs. 150.	First in B.Sc. Hons. Exam. in Physiology

On the Result of the M.A./M.Sc. Examination 1989

30.	Sri Bikas Chakrabarti (M.Sc. Roll No. 48)	Cunninghum Memorial Prize Books valued Rs. 150.	Highest Marks in Chemistry
31.	Sm. Bulbul Baksi (M.A. Roll No. 69)	Chandranarayan Silver Medal valued Rs. 150.	Highest Marks in History.
32. a)	Sm. Tultuli Roy (M.A. Roll No. 56)	Jibanananda Das Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra.	Highest Marks in Bengali
b)	Sri Anjan Bandyopadhyay (M.A. Roll No. 35)	(To be distributed equally)	—do—
33.	Sm. Mallika Ghosh (M.A. Roll No. 61)	Prof. P. C. Ghosh Memorial Prize Books valued Rs. 345.	Highest Marks in English

On the Result of the M.A./M.Sc. Examination 1990

Sl. No.	Name of the Student	Name of the Prize and Medals	Particulars
34.	Sri Manoj Das (M.Sc. Roll No. 30)	Cunninghum Memorial Prize Books valued Rs. 150.	Highest Marks in Chemistry
35.	Sm. Rituparna Basu	Chandranarayan Silver Medal valued Rs. 150.	Highest Marks in History
36.	Sm. Aparna Bhattacharya (M.A. Roll No. 20)	Jibananda Das Prize Books valued Rs. 50 donated by Dr. H. P. Mitra.	Highest Marks in Bengali.
37.	Sm. Madhurima Sen (M.A. Roll No. 21)	Prof. P. C. Ghosh Memorial Prize Books valued Rs. 345.	Highest Marks in English

On the Result of M.Sc. Part-I Examination 1990

38.	Sri Bodhendulal Bhaduri (M.Sc. Roll No. 1)	Gangadas Sarda Scholarship valued Rs. 1200 donated by Sri G. S. Sarda.	First in M.Sc. Part-I Geology Exam.
39.	Sri Saumyendu Bera (M.Sc. Roll No. 3)	Gangadas Sarda Prize Books valued Rs. 400 donated by Sri G. S. Sarda.	Second in M.Sc. Part-I Geology Exam.
40.	Sri Anjan Ghatak (M.Sc. Roll No. 21)	Sudip Shome Memorial Book Prize valued Rs. 650 donated by Dr. S. C. Shome.	Highest Marks in M.Sc Part I, Exam. in Chemistry.

On the Result of College Examination 1991

41.	Sm. Asmita Mukharjee (B.Sc. Roll No. 75)	Nistarini Dasi Prize Books valued Rs. 25.	Best Laboratory Note Book in Physics Hons.
42.	Sm. Radhika Agarwal (B.Sc. Roll No. 69)	Surendra Nath Bose Memorial Prize Books valued Rs. 90 donated by Sri Sasadhar Bose	Highest Marks in Statistics Hons. in 1st Yr. Annual.
43.	Sri Debeshi Bhattacharyya (B.Sc. Roll No. 69)	Surendra Nath Bose Memorial Prize Books valued Rs. 60 donated by Sri Utpal Bose.	Second Highest Marks in Statistics Hons. in 1st Yr. Annual.
44.	(a) Sri Mintu Halder (b) Sm. Chandreyee Ghosh	Vijay Memorial Scholarship	Highest Marks in Chemistry Hons. in 1st year Annual Exam. 1991.
45.	Sri Saikat Sarkar (B.Sc. Roll No. 103)	Debasish Chandra Memorial Prized valued Rs. 500 donated by D. Chandra	First in B.Sc. Part I Test in Econ. Hons. Exam. 1991

Other Scholarships, Prizes etc.

46.	(a) Raji Menon (b) Sm. Manideepa Basu	Acharya Prafulla Chandra Roy Scholarship.	Two students of Chemistry Hons. class on merit cum means basis.
47.	(a) Sm. Madhumita Rakshit (b) Sri Kaliranjan Roy	Prof. Bhupendra Chandra Das Memorial Scholarship.	Two students of post graduate class in Mathematics.

পরিশিষ্ট—২

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের ফল

১৯৯১ সালের প্রকাশিত পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফল

বি এ

	বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	অকৃতকার্য
১।	ইংরেজি	১৭	১	১৬	...
২।	বাংলা	১৬	২	১৪	...
৩।	ইতিহাস	২২	...	২২	...
৪।	দর্শন	১৮	৪	১৪	...
৫।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৪	১	১৩	...
৬।	হিন্দী	১	...	১	...
	মোট	৮৮	৭	৮১	...

পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৮ জন ছাত্রছাত্রী, উত্তীর্ণ হয়েছে ৮৮ জনই, শতকরা পাশের হার ১০০%।

বি এস সি

	বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	অকৃতকার্য
১।	পদার্থবিদ্যা	২৬	১৩	১৩	...
২।	রসায়ন	২৮	৭	২০	১
৩।	গণিত	৯	১	৫	৩
৪।	শারীরবিদ্যা	১১	৭	৪	...
৫।	ভূতত্ত্ব	১০	৭	৩	...
৬।	প্রাণিবিদ্যা	১৩	১০	৩	...
৭।	উদ্ভিদবিদ্যা	২০	৮	১২	...
৮।	রাশিবিজ্ঞান	১০	৩	৭	...
৯।	ভূগোল	১৬	৬	১০	...
১০।	অর্থনীতি	২৩	১৩	১০	...
	মোট	১৬৬	৭৫	৮৭	৪

পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬৬ জন ছাত্রছাত্রী, তার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৬২ জন, শতকরা পাশের হার ৯৭'৫৯% ।

পরিশিষ্ট—৩

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত বিবিধ গবেষণা-প্রকল্পের তালিকা

ভূতত্ত্ব বিভাগ

"Evolution of the continental crust : example from eastern Indian shield"—Research project in collaboration with Prof. A. R. Basu and Mukul Sharma of the Dept. of Geological Sciences, University of Roceester, N. Y. (USA) and Dr. S. L. Ray of Presidency College, Calcutta.

"Petrological and chemical evolution of the Tamperkola Granite Body and associated acid volcanics, Sundergarh district, North Orissa"—A. Sengupta under Prof. P. K. Bandyopadhyay.

"Crustal evolution of Proterozoic Metamorphic belts of M. P. and Rajasthan with special reference to study of sulphide minetalization" (D.S.A.—U G.C.)—Dr. P. C. Gangopadhyay with Dr. S. K. Deb, Prof. D. K. Dasgupta, Prof. A. Chakraborty and Arijit Roy.

"Structural geometry and progression of stress pattern in the collision zones in Himalaya"—a thrust area research project sponsored by Ministry of Science and Technology, Govt. of India, Dr. P. K. Gangopadhyay with A. Lahiri, G. Bose and A. Some (completed).

"Dyanamics of the Cuddapah Basin, A. P."—D. S. A. programme with Dr. P. K. Dasgupta, Prof. G. S. Ghatak, Dr. S. K. Deb and Prof. M. B. Chakraborty as investigator, with Suhas Choudhury as JRF.

"Proterozoic crustal evolution of eastern Singhbhum and Mayurbhanj"—under the D.S.A. programme of the U.G.C. with Dr. A. K. Saha as the principal investigator and Saumitra Misra as Research Fellow.

"Geodynamics and Chemical Evolution of the Arechean Lithospnere of Singbhum-Orissa region"—Dr. A. K. Saha, Dr. M. K. Bose, Prof. G. S. Ghatak, Prof. P. K. Bandyopadhyay and Dr. S. L. Ray.

"Evolution of the granite crust and supracrustals West of the Iron Ore Basin"—Prof. P. K. Bandyopadhyay, Prof. A. Chakraborty and Bajlur Rahaman (JRF).

"A comprehensive study of alkali magmatism within the Decean Traps and and its tectouic setting's—Prof. D. K. Dasgupta.

"Evolutionary model of the Eastern, Ghats Precourbrian belt based on corridor studies" (CSIR, Co-investigator)—Dr. M. K. Bose.

"Fracture systems and its bearing on the subsidence and groundwater flow regime in Rakha Mines, Bihar"—Dr. S. S. Sarkar.

"Structure and metamorphism of the area around Kokpur—Dhalbhumgarh district, Singbhum, Bihar"—Ashim Chattopadhyay under the guidance of Prof. G. S. Ghatak theses awarded Ph. D. by Calcutta University.

"Evolution of Bababuden Basin"—Falgunisakha Das under guidence of Prof. G. S. Ghatak.

"Structure, metamorphism and tectonic environment of metamorphites of some parts of Bihar Mica Belt, Eastern India"—Somnath De (J.R.F.-CSIR) under the guidance of Dr. S. S. Sarkar.

"Petrology and Geochemistry of the Holenarsipur Belt, Karnataka"—Alok Kumar Misra under the guidance of Prof. G. S. Ghatak.

Dynamic stratigraphy of upper Palacogenc—lowermost Neogene Carbonates parts of southwestern Kutch'—Tapashree Chaki under the guidance of Dr. A. K. Roy.

"Tectonic setting and Evolution of the Western Iron Ore Basin and the Kolhan Bastn of Singhbhum Orissa"—D.S.A. programme with Prof. G. S. Ghatak, Dr. A. K. Saha and Prof. M. B. Chakraborty as investigators, and Biswajit Saha as SRF.

"Structure and Petrology of mafics and ultramafics of chalk hills, Salem, Tamil Nadu"—Dr. M. K. Bose.

"Development of computerised information system for groundwater Resources development af Bankura, West Bengal"—Dr. A. K. Saha.

"Facies analysis of volcanoclastics and tectonosedimentary from the Nalamalai Group"—Dr. P. K Dasgupta as principal investigator & NGRI Project.

"Structural and Petrochemical of the Precambrian in some areas of the central part of the Bihar Mica Belt"—S. S. Sarkar under the guidance of the Dr. A. K. Saha, Ph. D. awarded (Calcutta University).

"Structure and Petrochemistry of mafic-ultramafic quartzite sequence of Kanjamalai and Mettupalyam, Tamil Nadu"—Dr. M. K. Bose.

"Petrological, Geochemical characteristics and Palaeotectonic settings of Dalma valcanism and related processes of Singbhum, Bihar" (CSIR Project)—as Dr. M. K. Bose as Principal investigator.

"Monograph on Crustal Evolution of Singbhum—North Orissa region of eastern Indian Shield"—Dr. Gautam K. Deb Research Associate—under the guidance of Prof. A. K. Saha, Emeritus Scientist (CSIR).

"Groundwater system in Gandheswari Basin, Bankura district, West Bengal Dr. S. S. Sarkar.

রসায়ন বিভাগ

ডঃ সঞ্জীব ঘোষ :

Optical Spectroscopic Studies of Several Organic Compounds, Organised molecular assemblies and biopolymers : CSIR Project.

ডঃ পরিমল কৃষ্ণ সেন :

1) Alkylation studies of cyclic vinylogous β-zeta ester systems : CSIR Project.
2) Synthesis and Dehydrogenation Studies of poly cyclic compounds containing seven carbon ring system : Education Department, Govt. of West Bengal.

ডঃ সুধীর চন্দ্র সোম :

Determination and Separation of Platinum metals with organic reagents : Education Department, Govt. of West Bengal.

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক ডঃ চন্দন মিত্র :

1) Ca^{2+} sequestration and / or Ca^{2+} release block — a novel role of chloramphenicol (CAP).
2) Intestinal transference of nutrients as affected by chronic CAP treatment.
3) Motility and its relation with absorption — a correlative study of the influence of CAP.

অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় :

1) Studies on the physiological rhythmic changes in the industrial shift workers.
2) Correlation between body temperature rhythms and urinary enzyme excretions in the Morning type and Evening type men and women of different age groups.

অধ্যাপক দেবাশিস সেন :

1) Prevalent traffic noise in various cross-sectional areas of Calcutta — its physiological characterization and audiometric studies.
2) Physiological alteration of blood parameters in animals ; biochemical and haematological changes caused by prevalent traffic noise of Calcutta.

পরিশিষ্ট—৪

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ

ইংরেজি বিভাগ

১) কিং লিয়র
অধ্যাপক ডঃ পিটার ম্যাক, ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়।

২) সাম্প্রতিক ভারতীয় ইংরেজী উপন্যাস
শ্রীঅমিত চৌধুরী, তরুণ ঔপন্যাসিক।

ইতিহাস বিভাগ

১) কুরুভিলা জ্যাকারায়া স্মারক বক্তৃতা—
মধ্যযুগে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য
শ্রীমতী মীরা এব্রাহাম।

২) সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মৃতি বক্তৃতা—
বাংলার মুসলমান নারীদের সৃষ্টিশীল রচনা, ১৮৭৬-১৯৩৯
শ্রীমতী সোনিয়া নিশাত আমিন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) প্রতাপচন্দ্র সেন স্মৃতি বাৎসরিক বক্তৃতা—
গণসংগীত আন্দোলন
শ্রীমতী অনুরাধা রায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) দুনিয়া কাঁপানো তিন দিন
ডঃ হরি বাসুদেবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫) মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলা
শ্রীদীপকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, সাম্মানিক ইতিহাসের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১) Mangrove Ecology
শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল।

২) Environmental pollution in relation to Pollen grains
অধ্যাপক সুনির্মল চন্দ।

গণিত বিভাগ

On some aspects of applications of Mathematics
ডঃ এস কে চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

দর্শন বিভাগ

১) Transcendental Philosophy of Kant
ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

২) Refutations
অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস

৩) On Vagueness
ডঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) Plato and Aristotle
ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫) Verification Theory of Meaning
অধ্যাপক সুবীর ভট্টাচার্য্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

পরিবেশ ও কাইরোলোমিড পতঙ্গের অবস্থিতি
ডঃ আর্সাদ আলী, বাস্তুতন্ত্র ও কীটতত্ত্ববিদ, ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা বিভাগ

বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা : রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ
শিবনারায়ণ রায়

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১) এস রায় স্মারক বক্তৃতা—
Geological evolution of Singbhum region
অধ্যাপক এ কে ব্যানার্জী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

২) P. G. teaching and infrastructure development in Geology
ডঃ এস কে খান্না, ভাইস-চেয়ারম্যান ও ডঃ ডি দগুপৎ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৩) COSIST Programme-এর অন্তর্ভুক্ত বক্তৃতা—
Interpretation of Isotopic data এবং Secondary Ion and Plasma source Mass Spectrometry — application in earth and planetary sciences.
ডঃ কে গোপালন, ডেপুটি ডিরেক্টর, ন্যাশনাল জিওফিজিকাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, হায়দ্রাবাদ।

৪) What killed the dinosaurs ?
ডঃ শঙ্কর চ্যাটার্জী, টেক্‌সাস টেক্‌নিকাল য়ুনিভার্সিটি, ইউ এস এ।

৫) Evolution of planets and satellites

অধ্যাপক এল পারচুক, ইন্‌স্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মিনারলজি, চের্নোগালোভ্‌কা, ইউ এস এস আর।

অধ্যাপক এ মেরাকুসেভ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ এস এস আর।

৬) Experimental studies on Fe oxide minerals for P-T condition during metamorphism etc.

ডঃ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, সাদার্ন মেথডিস্ট য়ুনিভার্সিটি, টেক্‌সাস, ইউ এস এ।

৭) Mercury pollution in Canada এবং Stepwise thermal analysis technique for estimating mercury phases in soils and sediments

অধ্যাপক এল এম আজারিয়া, Universite Lavel, কুইবেক, কানাডা।

রসায়ন বিভাগ

১) Study of Liquid Surface using lasers

ডঃ কঙ্কন ভট্টাচার্য্য, ভৌত রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব্‌ সায়েন্স, যাদবপুর।

২) Principles in Bioinorganic Chemistry : Basic Inorganic Exercises

ডঃ রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী, রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, কানপুর।

৩) Troger's Base : 1887-1991

ডঃ উদয় মৈত্র, জৈব রসায়ন বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইষ্টিটিউট অব্‌ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

১) Statistical Methods for Combining Experts' Opinions

ডঃ বিশ্বনাথ দাস, রীডার, রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

২) Statlstics in Literature

ডঃ দীপককুমার দে, কানেক্‌টিকাট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩) Experience as Graduate Students in the USA

শ্রীঅমিত ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সোমা সেনগুপ্ত, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে :

১) মর্মভাষণ (Keynote Address)

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত।

২) বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয় ও বোধোদয়

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) বিদ্যাসাগর ঃ ধর্ম ও ধার্মিকতা
অধ্যাপিকা মন্দা দাস, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ

৪) বিদ্যাসাগর চর্চার ধারা
অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

৫) বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা
ডঃ সত্যব্রত দত্ত, গুরুদাস কলেজ।

৬) বিদ্যাসাগর ঃ চাষী ও বেসরকারী সমাজ
প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজ।

৭) একালের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

১) পেশী-সংকোচন
নীলাঞ্জনা চন্দ্র।

২) এনজাইমের স্বতন্ত্রতা
শৌভিক দত্ত।

৩) হৃদ্‌পেশীতে আয়ন-সমূহের সঞ্চারন
উমা গণপতি।

৪) হৃদ্‌যন্ত্রের তড়িদ্‌প্রবাহের চিত্রাংকলেখের অস্বাভাবিকতা ও ব্যতিক্রমতা
অনিন্দিতা দত্ত ও শ্রদ্ধা গোয়েঙ্কা।

৫) সাইনপিস
দেবাশিস দত্ত।

৬) ক্রিয়াকালীন তড়িদ্‌-প্রবাহ
অনিন্দিতা হোম চৌধুরী।

৭) রেনিন—এনজিয়োটেন্‌সিন প্রক্রিয়া ও রক্তচাপ
শান্তা কুমার।

৮) হৃদ্‌-উদ্‌পাদ্‌ নির্ধারণ
ঈপ্সিতা শেঠ।

৯) হৃদ্‌পিণ্ডের তড়িদ্‌-প্রবাহের উৎপত্তি ও বিস্তার
অর্পিতা চৌধুরী।

১০) হৃদ্‌পিণ্ডের তড়িদ্‌-প্রবাহের চিত্রাংকলেখ
প্রিয়া সেনগুপ্ত।

১১) এনজাইমের ‘ওপারন’ ধারণা
শ্রাবন্তী চক্রবর্তী।

১২) হৃদ্‌পেশী ও অস্থিপেশীর কার্যকালীন তড়িদ্‌-প্রবাহের তুলনা
তানিয়া ভট্টাচার্য।

১৩) রক্তচাপ

ইন্দ্রজিৎ কুমার।

১৪) হৃদ্-উদ্পাদের নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলি

মৌসুমী কুণ্ডু।

প্রয়াত অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভাগে আয়োজিত বিশেষ সেমিনার :

১৫) পরিবেশ ও মানুষ

অনিন্দিতা দত্ত।

১৬) ঔষধপ্রস্তুত সংস্থায় ঔষধের অপব্যবহার

শ্রদ্ধা গোয়েঙ্কা।

১৭) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শারীরবিদ্যার গুরুত্ব

উমা গণপতি।

১৮) ক্রীড়া-শারীরবিদ্যা

তানিয়া ভট্টাচার্য।

১৯) জাতীয় পুষ্টিগত সমস্যা সমাধানে শারীরবিদ্যার ভূমিকা

অনিন্দিতা হোম চৌধুরী।

২০) কর্ম-পরিমাপ বিদ্যা ও শ্রম-শিল্প-শারীরবিদ্যা

অর্পিতা চৌধুরী।

২১) চিকিৎসার রোগ নির্ধারণে শারীরবিদ্যার গুরুত্ব

শান্তা কুমার।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১) Statistics and Sociology

অধ্যাপক সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

২) Criminal Motivation

শ্রীনিরুপম সোম, আই পি এস, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার।

৩) Marxist Sociology

অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী, আশুতোষ কলেজ।

৪) Organizational Sociology

শ্রীঅঞ্জন ঘোষ, অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর, সেণ্টার ফর দি স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা।

৫) Social Justice and National Integration in India

অধ্যাপক সমীর দাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট—৫

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক

ইংরেজি বিভাগ

১) ডঃ পিটার ম্যাক, ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়।

২) শ্রীঅমিত চৌধুরী।

ইতিহাস বিভাগ

১) শ্রীমতী মীরা এব্রাহাম।

২) শ্রীমতী সোনিয়া নিশাত আমিন, অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) শ্রীমতী অনুরাধা রায়, অধ্যাপিকা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) ডঃ হরি বাসুদেবন, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১) শ্রীপ্রণবেশ সান্যাল।

২) অধ্যাপক সুনির্মল চন্দ।

গণিত বিভাগ

ডঃ এস কে চক্রবর্তী, অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

দর্শন বিভাগ

১) রমাপ্রসাদ দাস, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) ডঃ শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) সুধীররঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫) ডঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

১) ডঃ আর্সাদ আলী, ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়।

২) ডঃ এস এল কুজমিন, আকাদেমি অব্ সায়েন্স, ইউ এস এস আর।

বাংলা বিভাগ

শ্রীশিবনারায়ন রায়।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১) অধ্যাপক এ কে ব্যানার্জী।

২) ডঃ এস কে থান্না, ভাইস চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, নিউ দিল্লী।

৩) ডঃ ডি দণ্ডপৎ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, নিউ দিল্লী।

৪) ডঃ কে গোপালন, ডেপুটি ডিরেক্টর, ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

৫) ডঃ শঙ্কর চ্যাটার্জী, টেক্সাস টেক্নিকাল য়ুনিভার্সিটি, ইউ এস এ।

৬) অধ্যাপক এল পারচুক, ইনস্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মিনেরলজি, চের্নোগলোভ্কা, ইউ এস এস আর।

৭) অধ্যাপক এ মেরাকুসেভ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ এস এস আর।

৮) ডঃ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, সাদার্ন মেথডিস্ট য়ুনিভার্সিটি, টেক্সাস, ইউ এস এ।

৯) অধ্যাপক এল এম আজারিয়া, Universite Laval, কুইবেক, কানাডা।

রসায়ন বিভাগ

১) ডঃ কঙ্কন ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্স, যাদবপুর।

২) ডঃ রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স, কানপুর।

৩) ডঃ উদয় মৈত্র, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

১) ডঃ দীপককুমার দে, কানেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২) শ্রীঅমিত ভট্টাচার্য, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩) শ্রীমতী সোমা সেনগুপ্ত, মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১) ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

২) ডঃ বিজিতকুমার দত্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) অধ্যাপিকা মন্দা দাস, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ।

৪) ডঃ সত্যব্রত দত্ত, গুরুদাস কলেজ।

৫) প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য, নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজ।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

১) অধ্যাপক সুখময় লাহিড়ী, পেন্সিল্ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

২) ডঃ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডিফেন্স ইনস্টিটিউট অব্ ফিজিওলজি অ্যাণ্ড এ্যালায়েড্ সায়েন্সেস, দিল্লী।

৩) ডঃ শাশ্বতী দাস, অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানাডা।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১) অধ্যাপক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

২) শ্রীনিরুপম সোম, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার।

৩) অধ্যাপক অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজ।

৪) শ্রীঅঞ্জন ঘোষ, অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসার, সেণ্টার ফর্ দি স্টাডিজ ইন্ সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা।

৫) শ্রীসমীর দাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট—৬

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের তালিকা

অর্থনীতি বিভাগ

স্বর্গত অধ্যাপক নবেন্দু সেন

গ্রন্থ

India in the International Economy : 1858-1913—ওরিয়েন্ট লংম্যান।

অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জী সম্পাদিত

Essays is Economic Analysis and Policy — A Tribute to Professor Bhabatosh Dutta—অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

ইংরেজি বিভাগ

অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী

১) Elizabethan Poetry : An Anthology—অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস। (প্রকাশিতব্য)

২) From Divine Cosmos to Sovereign State—Review Article (Notes and Queries, Oxford)

ইতিহাস বিভাগ

ডঃ রজতকান্ত রায়

Alinagar or Calcutta—দি ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, সিমলা কর্তৃক প্রকাশিত আর্বান হিস্ট্রি অব্‌ ক্যালকাটা সম্পর্কিত এক প্রবন্ধ সংকলনে গ্রন্থিত।

অধ্যাপক অজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জার্মান এক : পটভূমি ও তাৎপর্য—জয়শ্রী, মাঘ, ১৩৯৭ সংখ্যা।

ডঃ শ্রীকুমার আচার্য

গ্রন্থ

Changing Patterns of Education in Early 19th Century Bengal (শীঘ্রই প্রকাশিতব্য)

ডঃ প্রদীপকুমার লাহিড়ী

গ্রন্থ

Bengali Muslim Thought (1818-1947)—কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং

ইতিহাস বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত গ্রন্থ

১) Marxian Approaches to the History of Indian Nationalism—সুমিত সরকার

২) The Greek Interlude

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কে কে সর্বজ্ঞ

১) New Stenella Species from India. Journal of Mycopathological Research, 29 (1), 31-38, 1991

২) Studies on the genus Pseudocercospora Speg-Journal of Mycopathological Research, 29 (1), 43-50, 1991

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কে দত্ত

Studies on the genus Entypella from West Bengal 29(1), Journal of Mycopathological Research, 39-42, 1991

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এ কে দাস

Studies of the genus Alternaria Nees-Journal of Mycopathological Research, 29(1), 51-56, 1991

মলয় চক্রবর্তী

১) A new record of Powdery milddew from India (Science & Culture : Vol 43, P 330, July, 1977)

২) Control of microbial deterioration of wood of Artocarpus Chaplasha Roxb. (Indian Science Congress, 1979).

৩) Wood extractives affecting resistance of Artocarpus Chaplasha Roxb. to fungal decay (Indian Science Congress, 1980)

মলয় চক্রবর্তী এবং আর পি পুরকায়স্থ

১) Fungal decay resistance & biodegradations of wood substances of Artocarpus Chaplasha Roxb. (Journal Ind. Acad. Wood. Sci. : Vol. 9 No. 2, 1978)

২) Effectiveness of some wood preservatives against fungal decay of Artocarpus Chaplasha Roxb. (J. Ind. Acad. Wood Sci. Vol. 13, No. 1, Jan.-June, 1982)

৩) Cause of natiural diviability of Artocarpus Chaplasha Roxb. to some tropical polyporus (J. Ind. Acad. Wood. Sci. Vol. 17, No. 1, 1986)

মলয় চক্রবর্তী এবং এ কে মুখোপাধ্যায়

Studies of Comparative decay capacities of several wood rotting fungi (J. Ind. Acad. Wood. Science, 1991)

গণিত বিভাগ

ড: রসজিৎ কুমার বেরা

১) Cooling of an infinite Slab in a Twofluid Medium, Journal of the Aust. Math. Soc. Series B (1990) Vol. 31.

(এ চক্রবর্তী সহযোগে রচিত)

২) A coupled Termo-elastic problem of an infinite Thin plate containing a circular hole subjected to Dynamical pressure and Thermal relaxation., Proc. of the Seminar for 65th Birth celebration of Prof. S. C. Dasgupta,

(বি মুখোপাধ্যায় সহযোগে রচিত)

৩) Infinite Visco-elastic containing Distributed instantaneous and continuous Heat resources with Thermal relaxation.—Bull. Math. Dela Soc. Sci. Math De Roumanic Tome 34 (82), No. 2, 1990.

(বি মুখোপাধ্যায় সহযোগে রচিত)

ডঃ মণীন্দ্র মিত্র

১) Diffraction of Longitudinal waves by a circular crack in a micropolar Solid.

Accepted for presentation at the meeting GM5 (Geodynamics) of the International Union of Geodesy and Geophysic—General Assembly, 1991.

(পি কে দে সরকার সহযোগে রচিত)

দর্শন বিভাগ

ডঃ দিলীপকুমার রায়

১) Meister Eckhart and Sri Aurobindo—শৃন্বন্তু Vol. XXXIX, No. 1, February, 1991.

২) Teilherd and Sri Aurobindo—শৃন্বন্তু Vol. XXXIX, No. 3, August, 1991.

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ডঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী

গ্রন্থ

Classical theory of Electricity and Magnetism—O.U.P. Calcutta.

গবেষণাপত্র

Dark bodies in Newtonian Physics and Black holes—General Relativity and Gravitation (যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র কর

১) The dynamic quark mass and the SU (3) symmetry breaking of the vacuum.—J. Phys. G. Nucl. Part. Phys. 16 (1990) 247.

২) Chiral symmetry breaking of the vacuum and of the Hamiltonian in QCD with PCAC corrections.

Ind. J. Phys. 65A (2) (1991) 126.

অধ্যাপক শ্যামলকুমার শেঠ ও অন্যান্যেরা

Structure of Bis {2′—[L—(2—pyridyl) benzylidene Salicylohydrazido} Zinc (II), Zn $(C_{19} H_{14} N_3 O_2)_2$.

—Journal—Act a Crystallographica

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ডঃ সুজিত কুমার দাশগুপ্ত ও সহযোগীবৃন্দ

১) On new Monohelea biting midges·········from eastern India, Journal Bengal Natl. Hist. Society (in press).

২) On a Paryphoconus biting midge······from India, Burdwan University Journal of Science (in press).

৩) Effect of NaCl gradient on the developing populations of Aedes aegypti of Calcutta, Annals of Entomology (in press).

ডঃ সীমানন্দ অধিকারী

সুদীপ্ত রায়ের সহযোগে

১) On the watervascular system of Astropecten indicus Doederlein, J. Bengal Nat. Hist. Soc.

২) The Bioenergetics behind the shrinkage of digestive tract of metamorphosing Anuran larva, Proc. Indian Sci. Cong.

ডঃ ভানুচন্দ্র নন্দী

১) Sarcophagid flies (Diptera : Sarcophagidae) from Tamil Nadu and Kerala, India. Rec. Zool. Surv. India, 86 (3-4) : 481-484, 1991.

২) Sarcophagid flies (Diptera : Sarcophagidae) from Andhra Pradesh, India. Rec. Zool. Surv. India, 379-382, 1991.

৩) Further collections of Sarcophagid flies (Diptera : Sarcophagidae) from Kerala, India. J. Bengal Nat. Hist. Soc., 10 (1) : (যন্ত্রস্থ) 1991.

৪) Further note on Sarcopnagid flie (Diptera : Sarcophagidae) from Assam, India. J. Bengal Nat. Hist. Soc., 10 (1) : 1991 (যন্ত্রস্থ)

ডঃ নির্মল কুমার সরকার

Haematological studies in the Himalayan Newts, in Indian J. of Ecology (যন্ত্রস্থ)।

বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক অরুণকুমার ঘোষ

১) আলোর বৃত্ত থেকে সরে, নিজস্ব ভূমিকায়—ষাটের কবিতার আলোচনা (দ্বিতীয়াংশ)
—অলিন্দ, গ্রীষ্ম সংকলন ১৩৯৮।

২) প্রসঙ্গ সুধীন্দ্রনাথ—অলিন্দ, শরৎ সংকলন ১৩৯৮।

৩) প্রথম আলোর চরণধ্বনি রবীন্দ্রনাথের 'মাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'—স্যমীক, সপ্তদশ বর্ষ ১৯তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৮।

ডঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১) জগদীশ গুপ্ত : আপোষে অনাগ্রহী স্রষ্টা। ডঃ অরুণ সান্যাল সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ' : বাংলা উপন্যাস গ্রন্থে সংকলিত।

২) বিসর্জন : নব নিরীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৯৮।

৩) লুপ্তপ্রায় লেখক জগদীশ গুপ্ত। সান্নিধ্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।

৪) বিভূতিভূষণের আরণ্যক। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৭।

৫) চতুরঙ্গ : পুনর্বিচার। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৮।

৬) রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ : দামিনী ও শ্রীবিলাস। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৮।

৭) রবীন্দ্রনাট্য : চিন্তার প্রথম পর্যায় ও বিসর্জন। স্বমীক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৮।

ডঃ স্বরাজব্রত সেনশর্মা

১) বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব। জিজ্ঞাসা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৮।

২) সেক্যুলারিস্ট ঈশ্বর। চতুরঙ্গ, মাঘ ১৩৯৮।

৩) গোরা ও ঘরে বাইরে : উত্তরণ ও সীমাবদ্ধতা। স্বমীক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৮।

৪) Literary Consequences of Technological Revolution.
The Radical Humanist, November 1991

ভূতত্ত্ব বিভাগ

ডঃ প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Study of deformed vesicles from Mesozoic Pir Panjal volcanics, Kashmir Himalaya, India. Jour. Himalayan Geology, W.I.H.G., Dehra Dun.
যন্ত্রস্থ (শুভশঙ্কর সরকার ও জি কে বসুর সঙ্গে যুক্তভাবে)

ডঃ মিহিরকুমার বসু

১) Anorthosites : Encyclopedia India. The M. P. Birla Foundation (যন্ত্রস্থ)।

২) Alkaline Rocks : Encyclopedia India. The M. P. Birla Foundation (যন্ত্রস্থ)

৩) Evalution of depositional and deformational control on pebble characters : A study of Bisrampur Conglomerate, Singhbhum, Bihar. Jour. Geol. Soc. India, Vol. 38, P. 183-193.
(এ ঘোষের সঙ্গে যুক্তভাবে)

৪) মহাকাশ থেকে মহাদেশ : একটি পরিক্রমা।
কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট শতবার্ষিকী সংখ্যা।

ডঃ দীপঙ্কর লাহিড়ী

১) History of Hindu Geology, (a comprehensive book on the history of geological methods in India), December 1991.

২) বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৪০-১৯৯০) ভারতে ভূবিদ্যা। বিজ্ঞানবার্তা, অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৯১।

ডঃ সুশান্তকৃষ্ণ দেব

১) Copper ore Discovery at Malanjkhand—a potential site in M. P., India. Indian Science Cruiser, Vol. 4, No. 2, July, 1990.

২) On some aspects of metallogeny in the Proterozoic mobile belts in eastern India. Proceedings, National Seminar & VIII Indian Geological Convention (October 1981, Vikram University, Ujjain).

(সাগরলাল রায়ের সহযোগে)

ডঃ শুভশঙ্কর সরকার

১) Thermodynamic calibrations based on a single internally consistent data set. Proc. Ind. Nat. Sci. Acad.

(এস ভট্টাচার্য ও এ আচার্যের সঙ্গে যুক্তভাবে)

২) REE distribution in the early Arcoaean amphibolites of the Singbhum-Orissa Iron Ore Craton, eastern India (1991). Indian Minarals, 45 (1 & 2) 19-32.

(সাগরলাল রায়, অজিতকুমার সাহা এবং এস এন সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে)

৩) Linear discrimination among M—, I—, S— and A— granite. (1991), Ind. Jour. Earth Sci. 18 (2), 84-93.

(এস মিশ্রের সহযোগে)

৪) Study of deformed vesicles from Mesozoic Panjal volcanics, Kashmir Himalaya, India. Revised version sumitted to Jour. Hlm. Geology.

(প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং জি বসুর সঙ্গে যুক্তভাবে)

৫) Chemical quality of groundwater in relation to its depth zones in Agartala—Sonamura vally, Tripura : a statistical appraisal. Ind. Jour. Environ. Protection.

(ডি সাহার সহযোগে)

অধ্যাপক প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Mid-Archaean evolution of the Eastern Indian Craton : geochemical and isotopic evidence from the Bonai pluton. Precambrian Research, 49, 23-37.

ডঃ সাগরলাল রায়

১) REE distributions in the early Archaean amphibolites of the Singhbhum-Orissa Iron Ore craton, eastern India. Indian Minerals, Vol. 45, PP. 19-32.

(অজিতকুমার সাহা, শুভশঙ্কর সরকার ও এস এন সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে)

২) বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৪০-১৯৯০) ভারতে ভূবিদ্যা। বিজ্ঞানবার্তা, অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৯১।
(দীপঙ্কর লাহিড়ীর সহযোগে)

৩) On some aspects of metallogeny in the Proterozoic mobile belts in eastern India. Proceedings, National Seminar & VIII Indian Geological Convention (October 1991, Vikram University, Ujjain).
(সুশান্তকৃষ্ণ দেবের সহযোগে)

৪) Structural evolution of the Vindhyan rocks around Chitorgarh, Rajasthan. Proceedings, National Seminar & VIII Indian Geological convention, Ujjain (Abstract).

৫) On diamonds and environments for diamond formation. Bhu-Vidya, Jour. Geol. Insp. Vol. 47, PP. 33-39.
(সুমন দে-এর সহযোগে)

অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার সাহা

১) REE distribution in the Archaean amphibolites of the Singhbhum-Orissa Iron Ore craton, eastern India. Ind. Minerals, Vol. 45, 19-32.
(সাগরলাল রায়, শুভশঙ্কর সরকার ও এস এন সরকারের সহযোগে)

২) Global Warming : Can we stop it ? Jour. Inst. Land. Ecol. Ecistics, Vol. 11 (যন্ত্রস্থ)

৩) An alr-photo interpretation of the structure and geology of the Bonai Granite and neighbourhood. Ind. Jour. Geology, Vol. 63 (যন্ত্রস্থ)
(এস এন সরকারের সহযোগে)

৪) Use of isotopic data in Geology. Proceedings, National Seminar on "Physics in Earth Sciences". February 1991, Calcutta.

রসায়ন বিভাগ

ডঃ পরিমলকৃষ্ণ সেন

Studies in Sulpher Heterocycles. Part 7 (1). Tricyclic compounds related to cyclohepta [b] thiophenes.
J. Heterocycle Chem. (accepted)

(উত্তম সাহা ও অন্যান্য সহকারী গবেষক সহযোগে)

অধ্যাপক বিভূতিভূষণ মাজি ও তাঁর সহকর্মীগণ

Studies on Triorganotin Substituted Benzoates : Preparation and anti-microbial activity of tributyltin-o-arylaminoazo benzoates. Trans. Bose Res. Inst., Vol. 52(4), PP. 97-100, 1989.

ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী

প্রবন্ধ

১) কমপিউটার, বিজ্ঞান। দেশ, ৫ই জানুয়ারি, '৯১।
২) এইডস্—একটি আধুনিক মহামারী। আনন্দবাজার, ৬ই জানুয়ারি, '৯১।
৩) পরিবেশের কথা। আনন্দবাজার, ২০শে জানুয়ারি, '৯১।
৪) প্রাণী ও মানুষ। দেশ, ২৬শে জানুয়ারি, '৯১।
৫) বিপদ যখন বিশ্বের। আনন্দবাজার, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, '৯১।
৬) বৈজ্ঞানিক পরামর্শ। দেশ, ২রা মার্চ্চ, '৯১।
৭) বরেণ্য বিজ্ঞানীদের কথা। দেশ, ৯ই মার্চ্চ, '৯১।
৮) রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের কালোমেঘ। দেশ, ২৩শে মার্চ্চ, '৯১।
৯) দারিদ্র্য ও অপুষ্টি। দেশ, ২০শে এপ্রিল, '৯১।
১০) মানুষই বিপদ ডেকে আনছে। আনন্দবাজার, ৯ই জুন, '৯১।
১১) তাঁর চিন্তায় ছিল এক আশ্চর্য মুক্তি। আনন্দবাজার, ১৮ই আগষ্ট, '৯১।
১২) চোখের আড়ালে। আনন্দবাজার, ২৭শে অক্টোবর, '৯১।
১৩) মহাজগৎতত্ত্ব ও সৃষ্টিরহস্য। দেশ, ৯ই নভেম্বর, '৯১।

গ্রন্থ

১) রিলেটিভিটির মজা ও আশ্চর্য সায়েন্স ফ্যান্টাসী। আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, '৯১।
২) খুদে বিজ্ঞানীর ইলেকট্রনিক্স প্রোজেকট। শৈব্যা, জানুয়ারি, '৯১।

ডঃ সঞ্জীব ঘোষ

১) Triplet State Sublevel Spectroscopy applied to Proteins. Indian National Academy of Science (যন্ত্রস্থ)
(এল জাং ও এ এইচ মাকি সহযোগে)

২) Structure of Micelles at 4·2°K—A Study by Triplet State Sublevel Spectroscopy—National Conference on Chemical and Physical Aspects of Organised Biological Assemblies, Feb. 1991, P-28. Indian Society for Surface Science and Teconology, Department of Chemistry, Jadavpur University.

৩) Effect of solvent and temperature on the lowest (n*) transition in indanetrione (communicated)
(সহকর্মীদের সঙ্গে যুক্তভাবে)

৪) Triplet State Sublevel Spectroscopy applied to Proteins (Invited Talk) : Seminar on Photochemistry, Laser Chemistry Chemistry and Photobiology, Fundamentals and Applications : Jan, 1991. School of Chemistry, University of Madras, Madras.

ডঃ সুধীর চন্দ্র সোম

Spectrophotometric determination of Ruthenium (III) and Iridium (III) using Bis (Thiphene-2 aldehydo) Thiocarbohydrazone as a sensitive and selective complexing agent. J. Ind. Chem. Soc. (In Press).
[স্নিগ্ধা পালচৌধুরী (মুখোপাধ্যায়) সহযোগে]

ডঃ হিমাংশু রঞ্জন দাস

১) Simultaneous determination of Rhodium (III) and Palladium (II) using Bis (Thiophene-2 aldehydo) Thiocarbohydrazone as a sensitive as well as complexing agent J. Ind. Chem. Soc. (accepted).

২) Uses of chelating agents in the analysis of Metals. (Invited Talk) : 1st Refresher's Course in Chemistry. Academic Staff College, C.U.

ডঃ ব্রজেশচন্দ্র সেন

Irreversible Thermodynamics : 1st Refresher's Course in Chemistry. Academic Staff College, C.U.

ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত

বিজ্ঞানমনস্কতা ও আমরা। বিজ্ঞানবার্তা, আগষ্ট, ১৯৯১।

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুন

প্রবন্ধ

১) A health survey in the slums of the Calcutta Metropolitan district. Proceeding of the Symposium on Large-Scale Sample Surveys, Jan., 1991, ISI, Calcutta. (প্রকাশিতব্য)

২) Population control and socio-oconomic development, Economic Review, Vidyasagar University. (প্রকাশিতব্য)

৩) Changing age-sex composition of the population Calcutta, Arthashastra, 1991.
(ডি হালদারের সঙ্গে)

অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুন ও দেবেশ রায়ের

গ্রন্থ

Problems in Probability Theory. World Press, Calcutta. (যন্ত্রস্থ)

ডঃ বিশ্বনাথ দাস

Optimal gauging proportions to detect one-sided shifts in location, Jour. of Indian Statistical Association, Dec. 1991.

অধ্যাপক দেবেশ রায়

(ডঃ অরিজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে)

১) Estimation of Finite Population Variance (Tech. Report, ISI).

২) Estimation of the Variance of an estimator of finite population distribution function (Tech. Report, ISI).

৩) Estimation of the mean square error in survey sampling. (Tech. Report, ISI).

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ)

১) যুক্তি ও বিশ্বাস। চতুরঙ্গ, জানুয়ারি, ১৯৯১।

২) অনগ্রসরতা ও সংরক্ষণ। চতুরঙ্গ, এপ্রিল, ১৯৯১।

৩) ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ভয়ের রাজনীতি। লোকশক্তি, শারদসংখ্যা ১৩৯৮।

৪) চন্দ্রশেখরের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৬ মার্চ, ১৯৯১।

৫) লোকসান নয়, রাজীবের লাভই হয়েছে। সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৩ মার্চ, ১৯৯১।

৬) প্রধান মন্ত্রী কে হতে পারেন। সাপ্তাহিক বর্তমান, ৬ এপ্রিল, ১৯৯১।

৭) শান্ত সুভদ্র রাজীব গান্ধী। সাপ্তাহিক বর্তমান, ১ জুন, ১৯৯১।

৮) কংগ্রেস (ই) সাফল্য পেল, কিন্তু সমস্যা অনেক। সাপ্তাহিক বর্তমান, ২২ জুন, ১৯৯১

৯) নরসিমা কি সামলাতে পারবেন? সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৯ জুন, ১৯৯১।

১০) জ্যোতি বসুর মন্ত্রিসভা। সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৩ জুলাই, ১৯৯১।

১১) এ কালের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাপ্তাহিক বর্তমান, ৩০ নভেম্বর, ১৯৯১।

১২) "এই নির্বাচন ঃ খোলা চোখে" শিরোনামে ১৩টি নিবন্ধ—দৈনিক বর্তমান,
এপ্রিল ৭, ১৪, ২১, ২৮;
মে ৫, ১২, ১৯, ২৬;
জুন ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০;
১৯৯১।

ডঃ প্রশান্ত রায়

গ্রন্থ

Conflict and State

অধ্যাপক অশোককুমার মুস্তাফী

১) The Great Divide. The Telegraph Annual 1991

২) Chittaranjan and Secularism in India. Lokmat

৩) Bhagat Singh. Lokmat

৪) Freedom Fighters in India and Burma.
ইণ্ডো-বার্মা লিগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকা

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

১) দায়হীন, সংলাপহীন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিক্ষণ

২) ঔপনিবেশিক প্রতিবেদন : বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ প্রতিবেদন

অধ্যাপক রঞ্জনকুমার রায়

১) Parliamentary & Assembly Elections in India 1989-90 : Issues and Trends. পুনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, U. M. Bachhal-সম্পাদিত People's Mandate-এ সংকলিত।

২) Parliamentary & Assembly Elections in West Bengal 1991 : Issues & Results. Sociolist Perspective

৩) "Democratic Socialism" (পি আর কুণ্ডু-রচিত গ্রন্থের সমালোচনা) Socialist Perspective

শারীরবিদ্যা বিভাগ

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

Studies on the intestinal transfer of glucose in mice and the effect of chloramphenicol drug on the process. Ind. Jour. Physiol. All. Sci., Vol. 46, Calcutta (In Press)
(পি প্রামানিকের সহযোগে)

অধ্যাপক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উচ্চ-শিক্ষা। সমতট, 88, 461-464 (1991)

অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ

গ্রন্থ

Biophysics and Biophysical Chemistry for Medical and Biology Students. Third Edition, 1991.

অধ্যাপক দেবাশিস্ সেন

Study of the bio-rhythms of nasal airflow, pulse pressure, resting heart rate and oral temperature in male college students. Ind. Jour. Physiol. All. Sci., 45(1) 1-8 (1991)
(শুভাশীস্ সাহুর সহযোগে)

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক শমিত কর

গ্রন্থ

Rural Development in West Bengal : A Quest (প্রকাশিতব্য)

প্রবন্ধ

Ganga Action Plan Needs a Reviewing. Jojana

Is Casteism in Politics inavitable ? The Telegraph

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা কমিশন। আনন্দবাজার পত্রিকা

রাজীব গান্ধীর মৃত্যু এবং অতঃপর। বসুমতী পত্রিকা

প্রসঙ্গ : আই এম এফ ঋণ। বসুমতী পত্রিকা

হিন্দী বিভাগ

ডঃ বিবেকানন্দ দেব

বাংলা ও হিন্দী উপন্যাস : তুলনার আলোকে।

ডঃ অরুন সান্যাল সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে সংকলিত।

এন্ সি ই আর টি, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'হিন্দী সাহিত্য-শেষ' গ্রন্থে সুফী কবিদের ওপর যাবতীয় আলোচনা।

ডঃ সুব্রত লাহিড়ী

প্রেমচন্দ্র কিঁউ। সাময়িক পরিদৃশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত।

অধ্যাপক শিবনাথ পাণ্ডে

প্রসাদ কী প্রাসঙ্গিকতা। 'প্রসাদ : ভারতীয় ঔর বিশ্বমণীষা' গ্রন্থে সংকলিত।

সাম্প্রদায়বাদ ঔর জাতিবাদ : নিরালাকী চুনৌতিঁয়া—এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'অনুবাদ পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

গ্রন্থাগার

শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস

মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর। পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১৮, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯১।

The Presidency College Librery—Calcutta's Academic Pride

West Bengal, Vol. XXXIII, No. 1, January 1, 1991

পরিশিষ্ট—৭

প্রেসিডেন্সি কলেজের সকল শ্রেণীর কর্মীর নামের তালিকা

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমিহিরকুমার রক্ষিত
শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীআশিস্ দাসগুপ্ত
শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
শ্রী শ্রীমন্ত ভৌমিক
শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষ
শ্রীমতী চন্দনা দাস

ইংরেজি বিভাগ

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস বসু
শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রীঅতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীপ্রদোষ ভট্টাচার্য
শ্রীমতী ভাস্বতী চক্রবর্তী

ইতিহাস বিভাগ

শ্রীরজতকান্ত রায়
শ্রীঅজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী শ্রীকুমার আচার্য
শ্রীপ্রদীপকুমার লাহিড়ী
শ্রীসুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীমতী শিরীন মাসুদ
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীরবীন্দ্র প্রসাদ
শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমলয় চক্রবর্তী
শ্রীঅশোক বাগ
শ্রীমতী সুনন্দা পাল
শ্রীনরেন্দ্রনাথ শী
শ্রীঅশোক রায়
শ্রীসত্যেন্দ্র ভৌমিক
শ্রীমানসরঞ্জন মজুমদার
শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য
শ্রীজগন্নাথ ঘোষ
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল
শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ

গণিত বিভাগ

শ্রীসাধনকুমার মাপা
শ্রীমণীন্দ্র মিত্র
শ্রীমতী গৌরী দে মুন্সী
শ্রীহরিহর ঘোষ
শ্রীদীনেশচন্দ্র সাহা
শ্রীসুকুমার রায়
শ্রীউৎপলকুমার সমাদ্দার
শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্তী

দর্শন বিভাগ

শ্রীদেবব্রত সেন
শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী
শ্রীমানিকলাল বল
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সরকার
শ্রীনবকুমার নন্দী

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী (আই এন এস এ সিনিয়র সায়েন্টিস্ট)
শ্রীশ্যামলকুমার সেনগুপ্ত (এমেরিটাস প্রফেসর)
শ্রীসুব্রত দত্ত

শ্রীসুভাষরঞ্জন বসু
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীসনৎকুমার ঘোষ
শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার পাল
শ্রীনির্মলকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীমুরারীমোহন কুণ্ডু
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রীশ্যামলকুমার শেঠ
শ্রীসজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষচন্দ্র কর
শ্রীতাপসরঞ্জন মিদ্দা
শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদেবব্রত ঘোষ
শ্রীকালিপদ নাহাল
শ্রীতপনকুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রীসুজিতকুমার দাসগুপ্ত
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী
শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীভানুচন্দ্র নন্দী
শ্রীত্রিলোচন মিদ্দা
শ্রীঅনন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদীপক মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ
শ্রীকরুণাময় মজুমদার
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার বসু
শ্রীবৃন্দজীবন বসু
শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীস্বরাজব্রত সেনশর্মা

ভূগোল বিভাগ

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী
শ্রীজয়দেবকুমার কোলে
শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅজিতকুমার সাহা (এমেরিটাস প্রোফেসর)
শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘটক
শ্রীমিহিরকুমার বসু
শ্রীদেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীদীপঙ্কর লাহিড়ী
শ্রীপ্রদীপকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীমলয় চক্রবর্তী
শ্রীঅনীশকুমার রায়
শ্রীসুশান্তকৃষ্ণ দেব
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীআনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রীসাগরলাল রায়
শ্রীশুভশঙ্কর সরকার
শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়ন বিভাগ

শ্রীপরিমলকৃষ্ণ সেন
শ্রীহিমাংশুরঞ্জন দাস
শ্রীসঞ্জীব ঘোষ
শ্রীব্রজেশচন্দ্র সেন
শ্রীমনোতোষ দাশগুপ্ত
শ্রীগৌতম সিদ্ধান্ত
শ্রীপার্থসারথি চক্রবর্তী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শ্রীনিতাইচাঁদ ঘোষ
শ্রীঅভয়চরণ ভট্টাচার্য
শ্রীরামপ্রসাদ পাল

শ্রীবিভূতিভূষণ মাজি
শ্রীপ্রবালকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীস্বপনকুমার পাল
শ্রীঅলককুমার পতি
শ্রীমতী স্নিগ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীঅনুপকুমার গুঁই
শ্রীসুব্রত সাহা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ দাসশর্মা
শ্রীদুলালকান্তি দাস
শ্রীদেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুন
শ্রীবিশ্বনাথ দাস
শ্রীঅসিতবরন আইচ
শ্রীশৈবাল চট্টোপাধ্যায় (ছুটিতে)
শ্রীতুষারকান্তি ঘড়া
শ্রীদেবেশ রায়
শ্রীদীপঙ্কর বসু
শ্রীঅসীমশঙ্কর নাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীঅশোককুমার মুস্তাফী
শ্রীফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীকৃত্যপ্রিয় ঘোষ
শ্রীরঞ্জনকুমার রায়

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রীচন্দন মিত্র
শ্রীদেবজ্যোতি দাস
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগদাধর সাহু
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মৈত্র)
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী
শ্রীদেবাশিস্ সেন
শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅঞ্জনকুমার বিশ্বাস
শ্রীগৌতমলাল চক্রবর্তী

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীপ্রশান্ত রায়
শ্রীশমিত কর
শ্রীমতী শম্পা দত্তগুপ্ত
শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস

হিন্দী বিভাগ

শ্রীবিবেকানন্দ দেব
শ্রীসুব্রত লাহিড়ী
শ্রীরামরাজ সিং
শ্রীশিবনাথ পাণ্ডে
শ্রীলালবাহাদুর সিং (আংশিক সময়ের জন্য)

গ্রন্থাগার

শ্রীফনিভূষণ পাল
শ্রীবিমলেন্দু গুহ
শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস
শ্রীশশাঙ্ককুমার বাগচী
শ্রীধ্রুবপ্রসাদ পাল
শ্রীমতী গীতা পুরকায়স্থ
শ্রীমতী মঞ্জরী বসু
শ্রীমতী সুরভি বাগচী
শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীজয়দেব সেন
শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়)

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়—অধীক্ষক
শ্রীত্রিলোচন মির্ধা—সহকারী অধীক্ষক
শ্রীসুপ্রতীক কর—সহকারী অধীক্ষক
শ্রীহরিপদ দে—ষ্টুয়ার্ড
শ্রীরামসবিত মিশ্র—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী
শ্রীদশরথ সিং—দারোয়ান
শ্রীনবকুমার রায়—দারোয়ান
শ্রীঅক্ষয় কুমার থাপা—দারোয়ান

বার্‌সার

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রীসুবিমল কুণ্ডু

কলেজ অফিস কর্মী

শ্রীশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীমতী মিনতি দে
শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅজিতকুমার দাস
শ্রীনিশিকান্ত সরকার
শ্রীবাসুদেব নস্কর
শ্রীঅমরকৃষ্ণ নস্কর
শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে
শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী সরস্বতী সিন্‌হা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রীনিমাইচন্দ্র নন্দী
শ্রীসুশান্তকুমার রায়
শ্রীনির্বাণ চন্দ্র পাইন
শ্রীকিশোর কুমার দাস
শ্রীসুবলচন্দ্র গুহ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রীমৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅলোককুমার দে
শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী
শ্রীস্বপনকুমার দাস
শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতারকনাথ প্রসাদ
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নস্কর
শ্রীসঞ্জীব ধর
শ্রীসুনীলকুমার মিত্র
শ্রীনীরেশ গোস্বামী
শ্রীসুব্রতকুমার দাস

কেয়ারটেকার

শ্রীশ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

ইলেকট্রনিক টেকনিসিয়ান

শ্রীসঞ্জীব চক্রবর্তী

টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট

শ্রীসুকুমার সামন্ত

মেকানিক

শ্রীদিলীপকুমার অধিকারী

ড্রাফট্‌সম্যান

শ্রীধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলরঞ্জন চক্রবর্তী

হারবেরিয়াম কীপার

শ্রীতপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রীহীরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট কীপার

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক

খাজা মইনুল হক্

শ্রীকাননবিহারী দাস

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রীঅমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট কাম রেকর্ডকীপার

শ্রীতরুণকান্তি রায়

চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মীদের নাম

শ্রীচিত্তরঞ্জন আইচ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দত্ত

শ্রীমলিন চন্দ্র দাস

শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাঁজা

শ্রীলালুরাম হেলা

শ্রীপ্রশান্তনারায়ণ কুমার
শ্রীরিণ্টু দে
শ্রীসান্তোকীলাল হেলা
শ্রীসুনীলচন্দ্র দে
শ্রীরতনকুমার রায়
শ্রীগুণধর রাউল
শ্রীশান্তি হেলা
শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীসতীশচন্দ্র পাত্র
শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেন
শ্রীঅশোককুমার গিরি
শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচুনীলাল
শ্রীসুধীরকুমার মাইতি
শ্রীমোহন রাম
শ্রীশ্যামলাল হেলা
শ্রীরামলাল হেলা
শ্রীকল্পনাথ রাম
শ্রীঅরবিন্দ মান্না
শ্রীবংশীধর নায়েক
শ্রীপ্রভাংশুশেখর মাইতি
শ্রীত্যগবন্ধু বারিক
শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীঠাকুর দাস
শ্রীরামদেও সিং
শ্রীরাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাজকুমার প্রসাদ
শ্রীহরিনারায়ণ পাল
শ্রীগোপালচন্দ্র নায়েক
শ্রীমতী তুলালী হেলা
শ্রীনিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীচন্দ্র মণি
শ্রীচিত্তরঞ্জন তালুকদার
শ্রীজাহির হোসেন
শ্রীপীতবাস আচার্য
শ্রীসুধাংশুশেখর দাস
শ্রীশ্যামসুন্দর রায়
শ্রীলক্ষ্মী হেলা
শ্রীচতুর্ভুজ দাস
শ্রীমধুসূদন নায়েক
শ্রীপ্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রীছেদিলাল পাশোয়ান
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র

শ্রীসম্পৎ প্রসাদ
শ্রীকাম্‌তা সিং
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রীকিষাণ দেবশর্মা
শ্রীত্রিবেণীপ্রসাদ খেরার
শ্রীহেমন্তকুমার দাস
শ্রীকানাইলাল আওন
শ্রীসুবলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুনীলচন্দ্র বড়ুয়া
শ্রীচেৎ বাহাদুর
শ্রীহরিপদ রায়
শ্রীদুলালচন্দ্র দাস
শ্রীবালুলাল দাস
শ্রীআনন্দদুলাল মাইতি
শ্রীহারাধন সাহা
শ্রীদেবব্রত গুহঠাকুরতা
শ্রীমনিরুদ্দিন
শ্রীনির্মল সিং
শ্রীমুকুন্দলাল দাস
শ্রীবাবুলাল
শ্রীখগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রীআবদুল হামিদ খান
শ্রীশঙ্কর হেলা
শ্রীমোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রীসুবলচন্দ্র দে
শ্রীরামনাথ প্রসাদ
শ্রীঅশোককুমার নায়েক
শ্রীরামমূরৎপ্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রীঘনশ্যাম হেলা
শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল
শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল
শ্রীবোষ্টম খুঁটিয়া
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
শ্রীমতী শীলা রাণী দাস
শ্রীতপন ভঞ্জ
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রীহরবিলাস বাল্মিকী
শ্রীশঙ্কর হেলা (২)
শ্রীবিজয়কুমার বারিক
শ্রীঅনাথনাথ মণ্ডল
শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রীঅনন্তকুমার বারিক
শ্রীকেশবচন্দ্র রায়
শ্রীনিমাইচন্দ্র মণ্ডল

শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী পুষ্পরাণী দে
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রীমদনমোহন দত্ত
শ্রীতিমিরবরণ সামন্ত
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীতরুণকুমার দাস
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
শ্রীঅমরনাথ নন্দী
শ্রীসন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীশ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রীদেল আমবিয়া
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীরামনারায়ণ হেলা
শ্রীস্বপনকুমার রায়
শ্রীতপনকুমার দাস
শ্রীজয়দেব দাস
শ্রীকালিপদ জানা
শ্রীইমাম রসুল
শ্রীসনৎকুমার শীল
শ্রীগৌরাঙ্গ সরকার
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর প্রসাদ
শ্রীমতী সুমতি হাজরা
শ্রীকার্তিক হাজরা
শ্রীশিশির সিন্‌হা